সাত নদী।

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেসার
শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ,
ও
শ্রীরামপুর কলেজের প্রোফেসার
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্, এ,
প্রণীত।

কলিকাতা—৭০ নং অখিল মিস্ত্রীর লেন হইতে
শ্রীকমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

[আশ্বিন ১৩২৭।] মূল্য আট আনা।

সূচী।

Printed by Satish Chandra Mitra.
at LAKSHMIBILAS PRESS. 14, Jaggarnath Dutt Street.

ভূমিকা।

(অভিভাবকদিগের জন্য)।

'গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥'

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আমাদিগকে পূজায় বসিয়া জলশুদ্ধি করিয়া লইতে হয়। উক্ত সাতটি নদী পুণ্যতোয়া। আমাদের ছেলেমেয়েরা য়িহুদি জাতির মধ্যে জর্দ্দান-নদীর পবিত্রতার কথা নানারূপ পাঠ্য-পুস্তকে পড়ে কিন্তু এক গঙ্গা ছাড়া অন্য ছয়টি নদীর পবিত্রতার কথা তাহারা বর্ত্তমান শিক্ষার কল্যাণে কখনও জানিতে পারে না। অথচ হিন্দুর ঘরের ছেলে-মেয়েদের এসব কথা জানা দরকার। এই ত্রুটিশোধনের জন্য 'সাত নদী' লিখিত হইল।

রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ ও বহু পুরাণ উপপুরাণ হইতে এই সকল বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ অভিধান 'বিশ্বকোষ' হইতেও অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। তজ্জন্য 'বিশ্বকোষ'-কারের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে একই ব্যক্তির বা ব্যাপারের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দেখা যায়। যথা, গঙ্গা শিবের পত্নী ইহা সুবিদিত, অথচ কোন কোন পুরাণমতে তিনি নারায়ণের পত্নী! (এই পুস্তকে সরস্বতীর বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।) এসব অসঙ্গতি এড়ান অসম্ভব।

বালক-বালিকাদিগের পাঠের উপযোগী করিবার জন্য ভাষা যথাসম্ভব সরল করা হইয়াছে, এবং ডালপালা যুড়িয়া বিবরণগুলির সরসতা সম্পাদন করা হইয়াছে। পৌরাণিক কাহিনীর শেষে প্রত্যেক নদী সম্বন্ধে আধুনিক ভূগোলের দুই চারিটি কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফলতঃ সুকুমারমতি বালক-বালিকাদিগের শিক্ষা ও আনন্দের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তদ্‌বিষয়ে বিদ্বন্মণ্ডলী বিচার করিবেন।

গোড়ার কথা।

তোমরা বাঘের গল্প, শেয়ালের গল্প, ভূত-পেত্নীর গল্প, রাক্ষস-খোক্কসের গল্প, এই রকম অনেক গল্প পড়েছ। কিন্তু গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী এই যে সাতটি নদীর নাম ক'রে পূজোয় ব'সে আমাদের জলশুদ্ধি ক'রতে * হয়, সেই সাতটি নদীর এত মাহাত্ম্য কেন, সেই সাতটি নদী কেমন ক'রে হয়েছিল, এ সব কথা তোমরা জান না। এর মধ্যে গঙ্গার কথা তোমরা হয়তো কৃত্তিবাসী রামায়ণে পড়েছ। কিন্তু বাকী ছটি নদীর কথা তোমাদের কাছে একেবারেই নতূন। এই বইএ ঐ সাতটি নদীর কথা তোমাদের বলছি। শাস্ত্রে লেখা আছে যে, এই সাতটি নদীতে স্নান করলে তো পুণ্য হয়ই, এদের নাম করলে, এদের জন্মের কথা শুনলেও পুণ্য হয়।

* গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

গঙ্গা

সাতনদী

গঙ্গা।
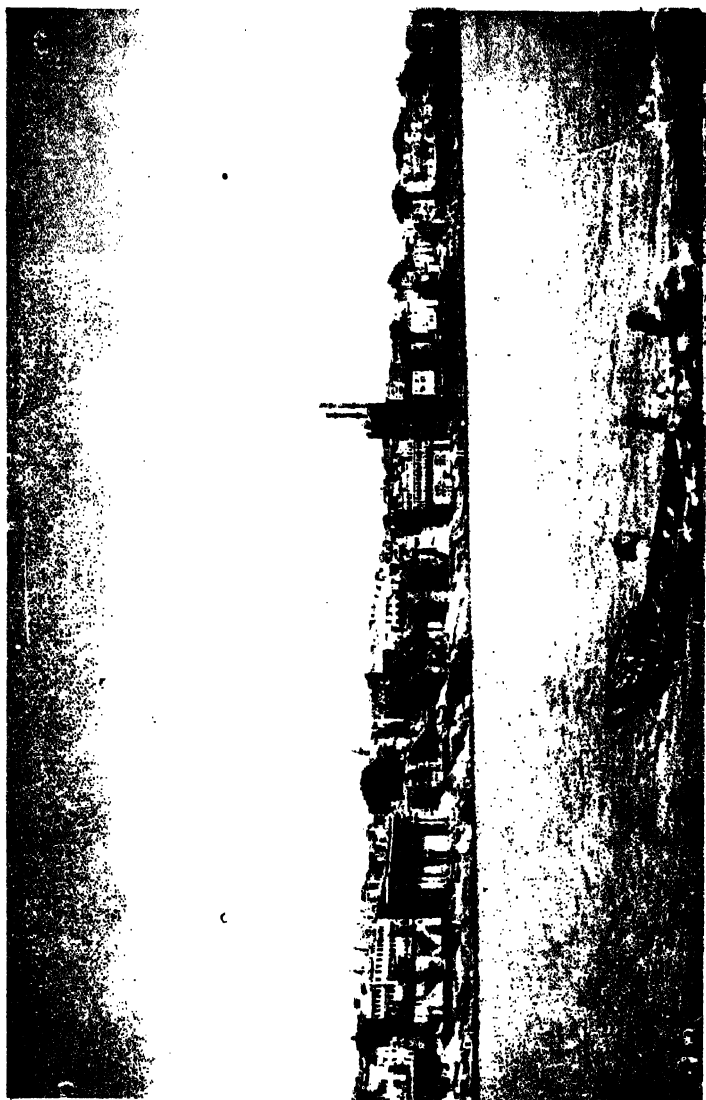
গঙ্গার জন্ম।

সত্যযুগে নারদ মুনি বড় হরিভক্ত ছিলেন। তিনি বীণা বাজিয়ে হরিগুণ গান করতে করতে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল সব জায়গায় যেতেন। একদিন তিনি বীণা বাজিয়ে হরিগুণ গান করতে করতে গোলোকধামে নারায়ণ ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হ'লেন। নারায়ণ ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে আবার বীণা বাজিয়ে হরিগুণ গান করতে লাগলেন। খানিক পরে গান শেষ হ'লে নারায়ণ ঠাকুর নারদ মুনির গান বাজনার প্রশংসা করতে

লাগলেন। নারদ নিজের প্রশংসা শুনে' হেঁটমুখে বল্লেন, "প্রভু, আপনি দয়াময়, তাই আমার এ সামান্য শক্তি দেখে' খুসি হয়েছেন। যদি কা'রও গান বাজনার প্রশংসা করতে হয়, তবে সে মহাদেবের। আহা! আমি যখনই কৈলাসে যাই তখনই তিনি দুঃখ করেন যে এত যত্ন ক'রে গান বাজনা শিখলাম, তা' নারায়ণ ঠাকুর একদিন শুনলেন না। তিনি না শুনলে আমার শিক্ষাই বৃথা।"

নারায়ণ ঠাকুর এ কথা শুনে' বল্লেন, "তা' বেশ, তাঁর সঙ্গে একটা দিনস্থির কর। সেইদিন শুনব। মহদেবের গান বাজনা শুনব, সে তো আমার সৌভাগ্য।" 'যে আজ্ঞা' ব'লে নারদ মুনি নারায়ণ ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

তা'র পর তিনি বীণা বাজিয়ে হরিগুণ গান করতে করতে কৈলাসে গেলেন। সেখানে শিব ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে খানিক ক্ষণ বীণা বাজিয়ে হরিগুণ গান করলেন। গান বাজনা থামলে শিব ঠাকুর বল্লেন, "নারদ, ধন্য তোমার শিক্ষা! কি সুন্দর তোমার গান, কি সুন্দর তোমার বীণা

বাজান!” নিজের প্রশংসা শুনে’ নারদ মুনি হেঁটমুখে বল্লেন, “আপনি সদাশিব আশুতোষ, তাই এত অল্পে সন্তুষ্ট হচ্ছেন। আপনার কাছে কি আর আমার গান বাজনা! আজ নারায়ণ ঠাকুর কত দুঃখ করলেন যে, মহাদেব এমন গান বাজনা শিখেছেন, তা’ আমাকে একদিনও শোনালেন না।” শিব ঠাকুর এ কথা শুনে’ বল্লেন, “তা, বেশ তো। তাঁকে শোনাব সে তো আমার সৌভাগ্য। তাঁর সঙ্গে একটা দিনস্থির কর। সেইদিন গিয়ে তাঁকে শুনিয়ে আসব।” ‘যে আজ্ঞা’ ব’লে শিব ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক’রে নারদ মুনি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

তা’র পর তিনি বীণা বাজিয়ে হরিগুণ গান করতে করতে মানস সরোবরে ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মাকে ভূমিষ্ঠ হ’য়ে প্রণাম ক’রে খানিক ক্ষণ বীণা বাজিয়ে হরিগুণ গান করলেন। গান বাজনা শেষ হ’লে ব্রহ্মাও নারদ মুনির গান বাজনার প্রশংসা করলেন। নারদ মুনি নিজের প্রশংসা শুনে’ হেঁট-মুখে বল্লেন, “বাবা, আমি আপনার সন্তান, সন্তান যা’ করে বাপের তাই ভাল লাগে। নইলে আমার

এ সামান্য শক্তি, এর আবার প্রশংসা কি ? গান বাজনা শুনতে হয় তো সে মহাদেবের। তা', মহাদেব যে শীগ্‌গিরই একদিন নারায়ণকে গান বাজনা শোনাবেন, এই নিয়ে তাঁদের দুজনে কথা চলছে।" এ কথা শুনে' ব্রহ্মা বল্লেন, "বটে, বটে ? তা' আমিই বা বঞ্চিত হ'ব কেন ? আচ্ছা আমি একটা শুভদিন ঠিক ক'রে দিচ্ছি।" এই ব'লে তিনি পাঁজি খুলে দিনস্থির করলেন, বশেখ মাসে অক্ষয়তৃতীয়ার দিন গোলোকধামে মহাদেবের গাওনা বাজনা হ'বে। নারদ মুনি এই কথার পর ব্রহ্মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তা'র পর তিনি নারায়ণ ঠাকুর শিব ঠাকুরকে শুভদিনের খবর দিলেন।

বশেখ মাসে অক্ষয়তৃতীয়ার দিন ব্রহ্মা বিষ্ণু লক্ষ্মী শিব ও নারদ মুনি গোলোকধামে বৈঠক ক'রে বসলেন। শিব ঠাকুর শিঙ্গা ডমরু বাজিয়ে পাঁচ-মুখে গান ধরলেন। শুনে' সকলেই মোহিত হ'লেন। দেখতে দেখতে নারায়ণ ঠাকুর ঘামতে আরম্ভ করলেন। সে এমন তেমন ঘাম নয়, একে-বারে ঝর ঝর ক'রে পা ব'য়ে নির্ম্মলধারায় পড়তে

লাগল। ব্রহ্মা তাড়াতাড়ি নারায়ণ ঠাকুরের পায়ের গোড়ায় তাঁর কমণ্ডলু ধরলেন, ঘামজল সব সেই কমণ্ডলুতে পড়তে লাগল, একটুও নষ্ট হ'ল না। এই ঘামজলই পতিতপাবনী গঙ্গা। 'বিষ্ণুপদে উপাদান, দ্রবময়ী তব নাম', 'ব্রহ্ম-কমণ্ডলু বাস।' নারদ মুনি এই অভিসন্ধি ক'রেই কি এ সব যোগাযোগ করেছিলেন? মুনিঋষিদের মনের কথা কে বলতে পারে?

"একদিন গোলোকে বসিয়া নারায়ণ।
পঞ্চমুখে গান করে দেব ত্রিলোচন॥
শিঙ্গা বলে শ্রীরাম, ডমরু বলে হরি।
পঞ্চমুখে স্তুতি গান ত্রিপুরের অরি॥
লক্ষ্মীসহ বসিয়া আছেন মহাশয়।
শুনিয়া সে গান হইলেন দ্রবময়॥
দ্রবরূপ হইলেন নিজে নারায়ণ।
পতিতপাবনী গঙ্গা তাহাতে জনম॥
সেই জল কমণ্ডলু পূরিয়া আদরে।
রাখিলেন বিধাতা তুলিয়া নিজ ঘরে॥"

গঙ্গার জন্মের আর একটি কথাও আছে। সেটি আলাদা রকমের।

সত্যযুগে হিমালয় পর্ব্বতের দুটি মেয়ে হয়েছিল, বড়টির নাম গঙ্গা, ছোটটির নাম উমা। দুটি মেয়েই রূপে গুণে অনুপমা। তবে বড় মেয়েটি একটু ছট-ফটে, ছোটটি ধীর শান্ত। কিছুদিন পরে দেবতারা হিমালয়ের কাছে এসে দেবলোকের উপকারের জন্যে বড় মেয়েটি চাইলেন। হিমালয় দেবতাদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে আর দেবলোকের উপ-কার হ'বে বুঝে' মেয়েটি তাঁদের হাতে সঁপে' দিলেন। দেবতারা মেয়েটিকে নিয়ে গিয়ে মহা-দেবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেবার উয্যুগ করলেন।

এদিকে, পাছে মেয়ের মা মেনকা জানতে পারলে মেয়েটি ছেড়ে না দেন এই ভেবে দেবতারা হিমালয়কে এ কথা মেনকাকে জানাতে বারণ ক'রে দিলেন। গঙ্গা দেবতাদের সঙ্গে চ'লে গেলে মেনকা খানিক তাঁকে না দেখতে পেয়ে খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু অনেক ক্ষণ ধ'রে খুঁজেও যখন তাঁকে পেলেন না, তখন মেনকার বড় রাগ আর অভিমান হ'ল। তিনি ভাবলেন, 'আমি মেয়ের জন্যে হেদিয়ে মরি,

আর মেয়ে মা ভুলে' ছুটোছুটি ক'রে এ পাহাড় ও পাহাড়ে খেলে বেড়াচ্ছে। আচ্ছা, তা'র ছুটোছুটির যদি এত সাধ, তবে সে নদী হ'য়ে যাক, আশ মিটিয়ে ছুটোছুটি করুক।' এই ব'লে তিনি মেয়েকে শাপ দিলেন। মেয়ে নদী হ'য়ে গেল।

গঙ্গা নদী হ'য়ে যাওয়াতে ওদিকে শিবের বিয়ের গোল বাধলো। দেবতারাও বড় অপ্রস্তুত হ'লেন। যা হোক, বিয়ের কথা যখন হয়েছিল তখন তো আর শিব সেই কনেকে ফেলতে পারেন না, তাই দেবতা-দের দান ব'লে আদর ক'রে তাঁকে মাথার জটার ভেতর রেখে' দিলেন। সেই থেকে তিনি হ'লেন 'শঙ্কর-শির-শোভিনী' গঙ্গা।

"শিরে ধরি শূলপাণি আপনারে ধন্য মানি,
এ মহিমা কে বলিতে পারে ?"

(তা'র পর শিবের হিমালয় পর্ব্বতের ছোট মেয়ে উমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, সে কথা তোমরা বোধ হয় জান। সেই অবধি দুই বোনে সতীন হ'লেন।)

গঙ্গার পৃথিবীতে আসা।

এই তো গেল গঙ্গার জন্মের কথা। এইবার, পৃথিবীতে পতিতপাবনী গঙ্গা কেন ও কি রকম ক'রে এলেন সেই কথা বলব।

রামায়ণের রাম লক্ষ্মণ যে বংশে জন্মেছিলেন সেই বংশের নাম সূর্য্যবংশ। ঐ সূর্য্যবংশে রাম লক্ষ্মণ জন্মাবার অনেকদিন আগে সগর ব'লে এক-জন খুব বড় রাজা ছিলেন। তাঁর ষাট হাজার ছেলে ছিল। সগর রাজা একবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন ঠিক করলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে হ'লে একটা খুব ভাল ঘোড়া লোকজন সঙ্গে দিয়ে ছেড়ে দিতে হয়। ঘোড়াটার যেখানে খুসি সেখানে যায়, সঙ্গের লোক সব হুঁসিয়ার থাকে যেন অন্য কোন দেশের রাজা বা আর কেউ ঘোড়াটাকে না ধ'রে রেখে দেয়। সে রকম কেউ ঘোড়া আটকালে ঘোড়া উদ্ধারের জন্যে বিষম যুদ্ধ লেগে যায়। তা'র পর সব দেশ ঘূরে ও ঐ রকম যুদ্ধে জিতে ঘোড়াটাকে নিয়ে ফিরে এলে যজ্ঞের শেষ কায-গুলো হয়।

সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াটার সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল।

স্বর্গের রাজা হচ্ছেন ইন্দ্র। দেবতাদের লীলা বোঝা ভার। ইন্দ্র ঠিক করলেন যজ্ঞের ঘোড়াটা লুকিয়ে রাখতে হ'বে, তা' হ'লে আর সগর রাজা যজ্ঞ সম্পূর্ণ করতে পারবেন না। এই না ঠিক ক'রে ইন্দ্র একদিন হঠাৎ অন্ধকার ক'রে দিয়ে সেই অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়াটাকে চুপি চুপি সরালেন, কেউ দেখতে পেলে না। যখন অন্ধকার স'রে গেল, তখন সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে দেখলে ঘোড়া নেই। তা'রা ব্যস্ত হ'য়ে এদেশ ওদেশ সাত দেশ খুঁজে খুঁজে কোথাও ঘোড়াটার ঠিকানা করতে পারলে না। তখন তা'রা গিয়ে সগর রাজাকে খবর দিলে। সগর রাজার ঘোড়াটা নইলে যজ্ঞই হ'বে না, তাই তিনি হুকুম দিলেন, 'স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল সব জায়গায় খোঁজ, ঘোড়া পাওয়া চাইই।'

তখন তা'রা আবার গোটা পৃথিবীটা আর একবার ভাল ক'রে খুঁজল। খুঁজে যখন ঘোড়াটা পেলে না, তখন পাতালে প্রবেশের জন্যে কোদাল দিয়ে মাটী খুঁড়তে লাগল। বড় বড় খাদ হ'তে

লাগল। এই সব খাদ শেষে জলে ভর্ত্তি হ'য়ে সগর রাজার নামে সাগর হ'ল। যাক্ সে কথা। মাটীর নীচে যত জন্তু জানোয়ার রাক্ষস খোক্ষস ভূত প্রেত ছিল তা'দের মধ্যে কোদালের ঘা খেয়ে কেউ ম'ল, কেউ বা হাত পা নাক কাণ কাটা হ'ল, মহা হুলস্থূল লেগে গেল। শেষে সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে গর্ত্ত খুঁড়তে খুঁড়তে পাতালে পৌঁছে' দেখলে একজন মুনি চোখ বুঁজে ধ্যানস্থ আছেন আর তাঁর কাছে ঘোড়াটা বাঁধা রয়েছে। ইন্দ্র ঘোড়াটা এনে মুনির কাছে বেঁধে রেখে গিয়েছিলেন, বোধ হয় এই মনে ক'রে যে পাতালে কেউ সন্ধান করতে আসবে না, আর যদিও আসে তা' হ'লে মুনির সঙ্গে চালাকি করতে গেলে মুনি একবারে জন্মের মত ঘোড়া ফিরিয়ে নেওয়া বা'র ক'রে দেবেন। বটেত?

ঘোড়ার দেখা পেয়ে সগর রাজার ষাট হাজার ছেলের খুব আহ্লাদ হ'ল, মুনির ওপর খুব রাগও হ'ল। তা'রা মুনির কাছে ঘোড়া বাঁধা আছে দেখে' স্থির করলে মুনিই ঘোড়া চুরি করেছেন, এখন মটকা মেরে চোখ বুঁজে আছেন। এই না ভেবে তা'রা

তাঁকে কোদালের ঠেলা দিয়ে উঠিয়ে মুখে যা' এল তাই ব'লে খুব অপমান করলে। এখন এই মুনি বড় যে সে মুনি নন, কপিল মুনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনি এই রকম অপমান হ'য়ে একবার যেই কটমট ক'রে তা'দের দিকে চাইলেন, অমনি সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। ষাট হাজার ছাইগাদা সেখানে সা'র সা'র পড়ে' রইল।

ছেলেদের ফিরতে অনেক দেরী হচ্ছে দেখে' সগর রাজা তাঁর নাতিকে সন্ধান নিতে পাঠালেন। নাতি এদেশ ওদেশ ঘুরে শেষে সেই সব বড় বড় খাদ দেখতে পেলে, তা'র ভিতর ঢুকে সে পাতালে গেল, পাতালে গিয়ে দেখলে মুনি ধ্যানস্থ হ'য়ে রয়েছেন। ঘোড়াটা সেখানে বাঁধা রয়েছে আর সা'র সা'র ছাই গাদা আর কোদাল পড়ে' রয়েছে। তাঁর মনে সন্দ হ'ল সগর রাজার ষাট হাজার ছেলের কি একটা ভালমন্দ হয়েছে। সগর রাজার নাতি গোঁয়ার গোবিন্দ ছিল না, বড় সুবুদ্ধি ছেলে। সে দুই হাত যোড় ক'রে কপিল মুনির স্তব করতে লাগল। কপিল মুনি স্তবে সন্তুষ্ট হ'য়ে তা'কে সব কথা বল্লেন আর ঘোড়াটা নিয়ে যেতে অনুমতি

দিলেন। তখন সগর রাজার ষাট হাজার ছেলেকে বাঁচিয়ে দেবার জন্যে সগর রাজার নাতি তাঁকে অনেক কাকুতি মিনতি করলে, কিন্তু তিনি ব'লে দিলেন, "ওরা যে অন্যায় করেছে তা'তে আর প্রাণ পেতে পারে না। তবে সূর্য্যবংশের কোন লোক যদি স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে পাতালে এনে ছাইগুলোর ওপর দিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তবে তা'দের সদ্‌গতি হ'বে, তা'রা স্বর্গে যা'বে।"

সগর রাজার নাতি ঘোড়া নিয়ে ফিরে এসে সগর রাজাকে সব কথা জানালে। সগর রাজা শুনে' হাহাকার করতে লাগলেন। যা' হোক কিছু দিন বাদে শোক সামলে' যজ্ঞ শেষ করলেন। কেননা যজ্ঞ আরম্ভ ক'রে শেষ না করলে ভারী পাপ হয়।

তা'র পর সগর রাজা গঙ্গাকে স্বর্গ হ'তে আনবার জন্যে অনেক তপস্যা করলেন। কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না। কাল পূর্ণ হ'লে তিনি ম'রে স্বর্গে গেলেন। তা'র পর তাঁর নাতি শ্রাদ্ধ শেষ ক'রে তপস্যা করতে লাগলেন, কিন্তু তিনিও কিছু করতে পারলেন না। তিনি স্বর্গে গেলে তাঁর ছেলেও শ্রাদ্ধ শেষ ক'রে তপস্যা করতে গেলেন,

কিন্তু তিনিও কিছু করতে পারলেন না। তিনিও স্বর্গে গেলেন। এইবার তাঁর ছেলে ভগীরথের পালা।

ভগীরথ 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' এই কোট ক'রে তপস্যা করতে হিমালয়ে গেলেন। ইন্দ্র হ'তেই তাঁদের সর্ব্বনাশ হয়েছে কপিল মুনি এই কথা সগর রাজার নাতিকে বলেছিলেন, ভগীরথ সে কথা বাপ ঠাকুরদাদার মুখে শুনেছিলেন। তিনি সেই জন্যে প্রথমে ইন্দ্রের উদ্দেশে তপস্যা করতে লাগলেন। অনেক কাল ধ'রে খুব কঠোর তপস্যা করবার পর ইন্দ্রের আসন টলল, তিনি আর থাকতে না পেরে ভগীরথকে এসে দর্শন দিলেন, বল্লেন, "ভগীরথ তোমার তপস্যায় প্রসন্ন হয়েছি। কি বর চাও বল।" ভগীরথ তখন সগর রাজার ষাট হাজার ছেলের উদ্ধারের জন্যে স্বর্গ হ'তে গঙ্গাকে নিয়ে যাওয়ার কথা বল্লেন। ইন্দ্র বল্লেন, "এ বর তো আমি দিতে পারিনে। গঙ্গা থাকেন ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে। ব্রহ্মা না দিলে গঙ্গা তো কেউ পেতে পারে না। তুমি ব্রহ্মার উদ্দেশে তপস্যা কর।" এই ব'লে ইন্দ্র চ'লে গেলেন।

ভগীরথ এবার অনেক কাল ধ'রে ব্রহ্মার উদ্দেশে তপস্যা করলেন। শেষে ব্রহ্মার আসন টলল। তিনি আর থাকতে না পেরে ভগীরথকে এসে দর্শন দিলেন, বল্লেন, "ভগীরথ, তোমার মনের কথা জেনেছি। তা' বাছা! গঙ্গাকে আমি দিতে পারি, কিন্তু শিব না হ'লে তো কেউ তাঁর বেগ ধারণ করতে পারবে না। তা' তুমি শিবের উদ্দেশে তপস্যা কর।" এই ব'লে ব্রহ্মা চ'লে গেলেন।

ভগীরথ এবার শিবের উদ্দেশে তপস্যা আরম্ভ করলেন। আশুতোষ শিব অল্পেই সন্তুষ্ট হন, ভগীরথকে বেশীদিন তপস্যা করতে হ'ল না, শিব এসে ভগীরথকে দর্শন দিলেন, বল্লেন, "ভগীরথ, তোমার মনের কথা জেনেছি। তা' আমি গঙ্গার বেগ ধারণ করতে রাজি আছি, কিন্তু গঙ্গাকে স্বর্গ হ'তে নিয়ে যেতে হ'লে নারায়ণের অনুমতি নিতে হবে, কেননা তিনিই গঙ্গার বাপ। তুমি একবার নারায়ণের উদ্দেশে তপস্যা কর।" এই ব'লে শিব চ'লে গেলেন।

ভগীরথ এবার নারায়ণের উদ্দেশে তপস্যা করলেন। এবারও অনেকদিন ধ'রে তপস্যা করতে

হ'ল না। দয়াময় নারায়ণের আসন টলল। তিনি এসে ভগীরথকে দর্শন দিলেন, বল্লেন, "ভগীরথ. তোমার মনস্কামনা জেনেছি। বাছা, তুমি অনেক কষ্ট স'য়ে অনেক তপস্যা করেছ। আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি। তোমাকে আর কষ্ট করতে হ'বে না। আমার সঙ্গে ব্রহ্মার কাছে চল, আমি গঙ্গাকে নিয়ে যা'বার সব ঠিকঠাক ক'রে দিচ্ছি।"

এই ব'লে ভগীরথকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে তিনি বরাবর ব্রহ্মার কাছে চললেন। ব্রহ্মা আবার পাছে কোন নতূন ওজর আপত্তি করেন এই ভয়ে, তাঁকে প্রথমে একটু অপ্রস্তুত করতে পারলে কাযটা সহজে হাসিল হ'বে এই মতলব ক'রে নারায়ণ ব্রহ্মার দেশের নদীতে পুকুরে কূয়োতে ঘড়াতে ঘটীতে গাড়ুতে যেখানে যত জল ছিল সব শুষে নিলেন। কোথাও এক ফোঁটা জল রইল না। তা'র পর দুজনে গিয়ে ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত। ব্রহ্মা নারায়ণকে দেখে' তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে আদর যত্ন ক'রে তা'র পর তাঁকে পা ধোয়ার জল দিতে গিয়ে দেখেন যে ঘড়া ঘটী গাড়ু সব খালি, কোথাও এক ফোঁটা জল নেই। তিনি মহা অপ্রস্তুত হ'য়ে গেলেন। ঘটী নিয়ে

কূয়োতলায়, সেখান থেকে পুকুরে, সেখান থেকে নদীতে ছুটলেন। কিন্তু কি বিপদ্, সব শুক্‌নো, কোথাও এক ফোঁটা জল নেই। তিনি অবাক্ হ'য়ে গেলেন। কি করবেন ভাবছেন, এমন সময়ে চট ক'রে তাঁর মনে পড়ল যে কমণ্ডলুতে তো গঙ্গা আছেন, সেই গঙ্গাজল নারায়ণের পা ধোবার জন্যে দিই না কেন? তখন কমণ্ডলু হ'তে গঙ্গাজল বা'র ক'রে নারায়ণের পা ধুইয়ে দিয়ে তবে তাঁর মান রক্ষা করেন।

পা ধুইয়ে দিয়ে আসনে বসিয়ে ব্রহ্মা নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু কি দরকারে আজ আমার এখানে পায়ের ধূলা দিয়েছেন?" তখন নারায়ণ ভগীরথের গঙ্গা নিয়ে যাবার দরকারের কথা বল্লেন। ব্রহ্মা এখন বুঝলেন যে সেখানকার সব জল শুকিয়ে গিয়েছিল সে নারায়ণেরই কৌশল! ভগীরথকে গঙ্গা নিয়ে যেতে দিতেই হ'বে। এই বুঝে' তিনি আর ওজর আপত্তি করলেন না। বরঞ্চ অনেক উপোষ ক'রে কষ্ট স'য়ে তপস্যা ক'রে ভগীরথ খুব শুকিয়ে গিয়েছে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, গঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে যেতে তা'র কষ্ট হ'বে ব'লে তা'কে একখানা রথ

দিলেন আর একটা শাঁখ দিলেন। দিয়ে বল্লেন, "ভগীরথ, তুমি রথে চ'ড়ে এই শাঁখ বাজিয়ে আগে আগে যাও, গঙ্গাও ঠিক তোমার পিছনে পিছনে যাবেন।" তা'র পর কমণ্ডলু হ'তে গঙ্গাকে ছেড়ে দেবার আগে তিনি শিবকে স্মরণ করলেন, কেননা শিব এসে গঙ্গার বেগ না সামলালে সব ভেসে যাবে। শিবও স্মরণ মাত্র উপস্থিত হ'লেন। ব্যাপার দেখে' শুনে' ভগীরথের খুব আহ্লাদ হ'ল। এতদিনে তাঁর সাধনার সিদ্ধি। তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে প্রণাম ক'রে রথে চ'ড়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে যাত্রা করলেন। কথা থাকল, গঙ্গা পিছনে পিছনে যাবেন।

এদিকে গঙ্গা কৈলাস পর্ব্বতের যেখান থেকে পড়বেন শিব এসে সেইখানে মাথা পেতে দাঁড়ালেন; এখন গঙ্গার খেয়াল হ'ল শিবকে জব্দ করবেন, এমন জোরে শিবের ঘাড়ে পড়বেন যে শিবকে ভাসিয়ে পাহাড় পর্ব্বত ভেঙ্গে একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাধাবেন। শিবও সে কথা বুঝতে পেরে গঙ্গাকে জব্দ করবেন ব'লে মতলব আঁটলেন। গঙ্গা যেমন ব্রহ্মার কমণ্ডলু হ'তে বা'র হলেন অমনি শিব তাঁকে মাথার জটার মধ্যে আটকে ফেললেন। গঙ্গা যতই

বল বিক্রম দেখান, কিছুতেই আর জটার ভেতর হ'তে বেরুতে পারেন না। তাঁর গর্জ্জনই সার হ'ল। গর্জ্জন শুনে' ভগীরথ পিছনে চেয়ে দেখেন এই ব্যাপার। তখন তিনি ফাঁফরে প'ড়ে যোড়হস্তে শিবের স্তব করতে লাগলেন। শিব খুসি হয়ে গঙ্গাকে জটা হ'তে বা'র ক'রে দিলেন। গঙ্গা এইবার তিন ধারা হয়ে এক ধারায় 'মন্দাকিনী' নামে স্বর্গে থাকলেন, এক ধারায় 'ভোগবতী' নামে পাতালে গেলেন আর এক ধারায় ভগীরথের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে এলেন। ভগীরথের নামে এই ধারার নাম হ'ল ভাগীরথী। যেদিন গঙ্গা শিবের জটা হ'তে পৃথিবীতে নামলেন, সেদিন হ'ল দশহরা, জষ্ঠি মাসের শুক্লপক্ষের দশমী।

শিবের জটা হ'তে বেরিয়ে গঙ্গা প্রথমে এলেন হরিদ্বারে। তা'র পর এলেন প্রয়াগে (এলাহাবাদে)। সেখানে যমুনা আর সরস্বতী গঙ্গার সঙ্গে এসে মিশলেন। সেখান থেকে গঙ্গা এলেন কাশীতে। কাশী হ'ল শিবের পুরী। যখন গঙ্গা কাশীর কাছাকাছি এলেন, তখন শিব কাশীর চারিদিকে পাঁচক্রোশ যুড়ে একটা গণ্ডী দিলেন। গঙ্গা সহজে এই গণ্ডী পার হ'তে পারলেন না। একদিন তাঁকে সেখানে

থাকতে হ'ল। এইখানে গঙ্গা উত্তর-বাহিনী।

তা'র পর কাশী থেকে বেরিয়ে এসে পথে ভারী এক বিপদ্ হ'ল। ভগীরথ জহ্নু ব'লে এক মুনির আশ্রমের কাছ দিয়ে গঙ্গাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। গঙ্গার স্রোতে জহ্নুমুনির লতা পাতা দিয়ে তৈরী করা কুঁড়ে ঘর ভেসে গেল। এই না দেখে' জহ্নু মুনি রেগে গিয়ে এক গণ্ডূষে গঙ্গার সমস্ত জল খেয়ে ফেল্লেন। ভগীরথ হঠাৎ জলের কল কল শব্দ বন্ধ হওয়াতে পিছন দিকে চেয়ে দেখেন গঙ্গা নেই, এক মুনি সেখানে ব'সে রয়েছেন। তখন ভগীরথ কাঁদতে কাঁদতে মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "গঙ্গা কোথায় গেলেন আপনি জানেন কি?" জহ্নুমুনি তখন যা' করেছেন তা' বল্লেন। তা' শুনে' ভগীরথ অনেক কান্না কাটি করতে লাগলেন, গঙ্গাকে না নিয়ে যেতে পারলে সগর রাজার ষাট হাজার ছেলের সদ্গতি হ'বে না সে কথা বল্লেন। ব্রাহ্মণের রাগ বেশী ক্ষণ থাকে না। জহ্নুমুনির দয়া হ'ল। তিনি গঙ্গাকে কাণ দিয়ে বা'র ক'রে দিলেন, মুখ দিয়ে বা'র ক'রে দিলে গঙ্গাজল এঁটো হ'য়ে যাবে। জহ্নুমুনির পেট থেকে বেরুলেন ব'লে গঙ্গার আর এক নাম হ'ল জাহ্নবী।

সেখান থেকে ভগীরথ গঙ্গাকে নিয়ে গৌড়দেশে এলেন। ক্রমে নবদ্বীপ ও আর আর অনেক জায়গা ছাড়িয়ে গঙ্গা সাগরে এসে পড়লেন। সাগরের নীচে দিয়ে পাতালে প্রবেশ ক'রে সগর রাজার ষাট হাজার ছেলেকে উদ্ধার করলেন। পাতালে এই ধারার নাম হ'ল ভোগবতী, এ কথা আগেই বলেছি। গঙ্গা যেখানটা দিয়ে সাগরে পড়লেন, সেখানটাকে গঙ্গাসাগর বলে। সে দিন পৌষ যায় মাঘ আসে, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি। সেই অবধি ঐ সংক্রান্তির দিনে সাগরসঙ্গমে স্নান করলে খুব পুণ্য হয় এই নিয়ম হ'ল। এই সময় গঙ্গাসাগরে মেলা বসে, আর অনেকে ষ্টীমারে চ'ড়ে গঙ্গাসাগরে স্নান করতে যায় তোমরা বোধ হয় শুনেছ।

গঙ্গাস্নান করলে খুব পুণ্য হয়; শাস্ত্রে বলে, সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা। এই মন্ত্র প'ড়ে গঙ্গায় ডুব দিতে হয়—বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।

ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি॥

আর এই মন্ত্র প'ড়ে মা-গঙ্গাকে প্রণাম করতে হয়।—সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী।

সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥

"বন্দে মাতা সুরধুনী পুরাণে মহিমা শুনি
পতিতপাবনী পুরাতনী।
বিষ্ণুপদে উপাদান দ্রবময়ী তব নাম
সুরাসুর নরের জননী ॥
ব্রহ্মকমণ্ডলু বাস আছিলা ব্রহ্মার পাশ
পবিত্র করিয়া ব্রহ্মপুরী।
জীবে দেখি দুরাশয় নাশিবারে ভবভয়
অবনী আইলা সুরেশ্বরী ॥
সূর্য্যবংশে ভগীরথ আগে দেখাইয়া পথ
তোমারে আনিল মহীতলে।
মহাপাপী দুরাচারী পরশে তোমার বারি
সকায় বৈকুণ্ঠপুরী চলে ॥
সগর রাজার বংশ ব্রহ্মশাপে হৈল ধ্বংস
অঙ্গার আছিল অবশেষ।
পরশিয়া তব জলে সকায় বৈকুণ্ঠে চলে
হয়ে সবে চতুর্ভুজ বেশ ॥
নির্ম্মল তোমার জল ভক্ষণে অশেষ ফল
বিধি বিষ্ণু চিনিতে না পারে।
শিরে ধরি শূলপাণি আপনারে ধন্য মানি
এ মহিমা কে বলিতে পারে ॥"

গঙ্গা হিমালয় পর্ব্বত থেকে বেরিয়ে উত্তর ভারতবর্ষ দিয়ে ব'য়ে গিয়ে বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পড়েছেন। গঙ্গা লম্বায় ১৫০০ মাইল। গঙ্গার ওপর হরিদ্বার, কনখল, কানপুর, এলাহাবাদ বা প্রয়াগ, কাশী, পাটনা, নবদ্বীপ, শান্তি-পুর, হুগলি, কলিকাতা এই কয়টা ছোট বড় সহর আছে। হরিদ্বার কনখল প্রয়াগ কাশী এসব আমাদের তীর্থ। আবার গঙ্গার ধারে কলিকাতা কানপুর খুব ব্যবসা-বাণিজ্যের জায়গা।

যমুনা।

সে কালে কশ্যপ ব'লে খুব বড় একজন মুনি ছিলেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল দক্ষের মেয়ে অদিতির সঙ্গে। সূর্য্য হচ্ছেন তাঁদেরই ছেলে। এই জন্যে সূর্য্যের মায়ের নামের দরুণ আর একটা নাম আদিত্য। আবার ভগবান্ এই পৃথিবী তৈরি করেছেন বটে কিন্তু তাঁর কারীকর হচ্ছেন বিশ্বকর্ম্মা। এই বিশ্বকর্ম্মার এক মেয়ে ছিল তাঁর নাম সংজ্ঞা। সংজ্ঞা দেখতে খুব সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু তাঁর বড়

ভয়ানক রাগ ছিল। বোধ হয় সংজ্ঞা যখন ছেলে মানুষ ছিলেন তখন তাঁর বাপ-মাকে ভারি জ্বালাতেন, তাই তাঁকে একটু জব্দ করবার জন্যে বিশ্বকর্ম্মা কশ্যপের ছেলে সূর্য্যের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিলেন। শ্বশুর-বাড়ী গিয়ে সংজ্ঞার আর চালাকী বেশী খাটল না। কেননা সূর্য্যের ভয়ানক রোদ্দুরে পুড়ে' পুড়ে' তিনি একেবারে ঘাল হ'য়ে পড়লেন, তাঁর সোণার রঙ রোদে পুড়ে' কালো হ'য়ে গেল!

অনেক দিন পরে তাঁর যমক ছেলে মেয়ে হ'ল। ছেলের নাম হ'ল যম, আর মেয়ের নাম হ'ল যমুনা। যমের কি রকম চেহারা হ'ল তা' বোধ হয় তোমরা বুঝতেই পারছ, কিন্তু যমুনা দেখতে বেশ সুশ্রী হ'ল তবে তা'র গায়ের রঙ হ'ল কালো। তোমরা হয়তো জান ভাইদ্বিতীয়ার সময় এই দুই ভাইবোনের নাম নিতে হয়। যাই হোক তা'রা যখন সূর্য্য ঠাকুরের ছেলে মেয়ে আর বিশ্বকর্ম্মার নাতি নাতনী, তখন তো আর তা'রা যে সে লোক নয়, আর তা'দের যে সে কায করতে দেওয়াও চলে না। তাই যমকে নরকের রাজা ক'রে

দেওয়া হ'ল। তাঁ'র কায হ'ল পাপীদের বিচার ক'রে দণ্ড দেওয়া, তাই তাঁর আর এক নাম ধর্ম্মরাজ। আর যমের বোন যমুনাকে সূর্য্যঠাকুর বললেন, "মা, তুমি পৃথিবীতে গিয়ে একটা নদী হও। তোমার জলে যে সাত দিন নাইবে তা'র খুব পুণ্য হ'বে। সে মরার পর স্বর্গে যেতে পারবে। তুমি যে নদী হ'বে তা'র রঙ তোমার গায়ের রঙের মত কালো হ'বে, তাই লোকে তোমাকে যমুনা ও 'কাল-গঙ্গা' বলবে।" যমুনার আরও এক নাম কালিন্দী। বাপের এই হুকুম পেয়ে যমুনা পৃথিবীতে এসে নদী হ'লেন।

তোমরা বোধ হয় জান যে কৃষ্ণ ও তাঁর দাদা বলরাম মথুরায় থাকতেন। কিন্তু ছেলেবেলায় তাঁরা ব্রজে ছিলেন। ব্রজে যখন ছিলেন তখন তাঁরা গোয়ালাদের ছেলেদের সঙ্গে সর্ব্বদাই খেলাধূলা করতেন। বড় হ'লে তাঁরা ব্রজ ছেড়ে মথুরায় গিয়ে রাজা হ'লেন। বলরাম গোয়ালার ছেলেদের সঙ্গে খুব মিশতেন ব'লে জমি চাষ করা লাঙ্গল বড়ই ভালবাসতেন। বড় হ'য়েও লাঙ্গল খানি তিনি ফেলতে পারলেন না। মথুরায় গিয়েও সব

সময়েই তাঁর কাঁধে লাঙ্গল থাকত, সেটা তাঁর একটা অস্ত্র। বলরাম বহু কাল পরে এক দিন ভাবলেন যে অনেক দিন ব্রজে যাই নি, সেখানে একবার বেড়াতে যেতে হ'বে। এই মনে ক'রে লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে তিনি ব্রজে এলেন। তাঁকে দেখে' গোয়ালাদের ছেলে বুড়ো খুব খুসী হ'ল। তিনি সকলের সঙ্গে গল্প গুজব ক'রে, তা'র পর গোয়ালাদের ছেলেদের সঙ্গে ছেলেবেলাকার মত বনে খেলা করতে গেলেন। সেখানে গিয়ে খুব খেলাধূলা হ'ল। খেলাধূলা হ'য়ে যাওয়ার পর বলরামকে গোয়ালার ছেলেরা অনেক রকম ফল ও আরও অনেক সব খাবার জিনিশ এনে দিল। তা'র সঙ্গে একটু সোমলতার রসও দিল, বলরাম ঐ রস খেতে খুব ভাল বাসতেন। ঐ রস মিষ্টি হ'লে কি হয়, ও খেলে নেশা হয়, ওটা আগেকার আমলের মদ ছিল।

বলরাম খাবার দাবার পর সোমলতার রস খেয়ে মাতাল হ'য়ে উঠলেন। তাঁর আর তখন মাথার ঠিক থাকল না, বুদ্ধি শুদ্ধি কেমন হ'য়ে গেল। সারা সকাল বেলা ছুটোছুটি ক'রে খেলে তা'র পর খাবার খেয়ে সোমরস খেয়ে, তাঁর শরীর গরম হ'য়ে

উঠল, তা'র ওপর আবার বেলা দুপুর হয়েছে, গা দিয়ে ঘাম পড়ছে, তাঁর তখন ঠাণ্ডা জলে নাইবার খুব ইচ্ছা হ'ল। গোয়ালার ছেলেরা বললে, 'এইখানে জল এনে দিই, নাও।' বলরাম বললেন, 'আমি নদীতে নাইব।' গোয়ালার ছেলেরা বললে, "তবে চল সবাই মিলে যমুনায় গিয়ে নেয়ে আসা যাক।" বলরামের তখন সোমরস খেয়ে বুদ্ধি শুদ্ধি কেমন হ'য়ে গেছে, তিনি বললেন, 'আমি নদীর কাছে যাব কেন, নদী আমার কাছে আসুক, আমি নাইব।' তা'র পর, 'যমুনা ও যমুনা, আমার কাছে আয়, আমি নাইব,' এই না ব'লে বলরাম খুব চ্যাঁচাতে আরম্ভ করলেন। গোয়ালাদের ছেলেরা বললে, 'ও কি বলরাম, তুমি কি পাগল হ'লে নাকি? যমুনা আবার আসবে কি ক'রে?' বলরাম বললেন, 'কেন আসবে না? ওর কি হাত পা নেই, চলতে পারে না?' গোয়ালার ছেলেরা বললে, 'সে আবার কি কথা? নদী কি মানুষ নাকি!' বলরাম বললেন, "তা নয় তো কি? ওকে তোমরা চেন না, যমুনা যে যমের বোন।" এই ব'লে তিনি আবার 'যমুনা শীগ্‌গির আয়' ব'লে চেঁচাতে লাগলেন।

যমুনা কিন্তু কিছুতেই এল না। যমুনা কথা শুনলে না দেখে' তাঁর খুব রাগ হ'য়ে গেল ; তিনি বললেন, 'দাঁড়া যমুনা মজা দেখাচ্ছি'। এই না ব'লে বলরাম এক ছুটে একেবারে যমুনার ধারে গিয়ে হাজির। সেখানে গিয়ে কাঁধ থেকে লাঙ্গলটা নামিয়ে যমুনার জলে ডুবিয়ে, যেমন ক'রে জমি চষে, তেমনি ক'রে লাঙ্গলটাকে টানতে আরম্ভ করলেন। যেই লাঙ্গল টানা, অমনি লাঙ্গল দিয়ে যে খাদ হয়েছিল সেই খাদ দিয়ে যমুনার জল ছুটে আসতে লাগল। নদীটা তোলপাড় করতে লাগল। নদীতে মাছ, কুমীর, কাছিম, হাঙর, শুশুক ও আরও যে সব জন্তু ছিল তা'রা 'বাপ রে, মলাম রে, গেলাম রে' ক'রে যে যেখানে পারল ছুটে পালাতে লাগল। বলরাম লাঙ্গলটা মাটিতে দিয়ে টানতে টানতে এঁকে বেঁকে ছুটতে লাগলেন, যমুনাও তাঁর পিছনে পিছনে লাঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে এঁকে বেঁকে ছুটে যেতে লাগল।

অনেকক্ষণ ছুটে যমুনা হাঁপিয়ে পড়ল, তা'র প্রাণ যায় যায় হ'য়ে উঠল। তখন যমুনা আর থাকতে পারলেন না। বৃন্দাবনে এসে যমুনা মানুষ হ'লেন, জল থেকে বেরিয়ে এলেন। তা'র পর বলরামের কাছে

এসে যোড় হাত ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বলরামের পায়ে পড়লেন। পায়ে প'ড়ে বললেন, "ঠাকুর, তুমি হ'লে কৃষ্ণঠাকুরের দাদা, আমি কি তোমার কথা অগ্রাহ্য করতে পারি? তুমি যখন ডাকছিলে আমি তখনই আসতাম, কিন্তু আমি যে যমের বোন নদী হ'য়ে আছি, একথা তো কেউ জানে না; লোকের সামনে আমি নদী থেকে ফের মানুষ হ'লে লোকে কি মনে করবে এই ভেবে আমি আসতে পারি নি। আমাকে মাপ কর। আমায় কি করতে হ'বে বল আমি তাই করছি।" এই রকম ক'রে যমুনা অনেক কাঁদাকাটা করার পর বলরামের রাগ প'ড়ে গেল, দয়া হ'ল। তিনি বললেন, "আচ্ছা, তবে আমি লাঙ্গল দিয়ে যে খাদগুলি করেছি তোমার জল দিয়ে সেগুলিকে ভর্ত্তি ক'রে রেখে, তা'র পর তোমার যেখানে খুসী যাও, আর তোমায় বেশী শাস্তি দিলাম না।" এই ব'লে বলরাম নেয়ে টেয়ে ব্রজে ফিরে গেলেন। সেখান থেকে মথুরায় চ'লে গেলেন।

আর যমুনা খাদগুলি জলে ভর্ত্তি ক'রে রেখে ভাবলেন, 'আর কায নেই, আবার বলরাম এসে

কোন্ দিন কি করবে, এই বেলা সমুদ্রে পালান যাক্।' এই না ঠিক ক'রে তিনি সমুদ্রের দিকে ছুটলেন, কিন্তু তাঁর ভারি ভয় হ'ল পাছে বলরাম আবার তাঁকে ধরেন। তাই তিনি সমুদ্রের দিকে ছুটতে ছুটতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত এসে দেখলেন, গঙ্গা সমুদ্রের দিকে চলেছেন। গঙ্গাকে পেয়ে যমুনার সুবিধা হ'ল। তিনি তাড়াতাড়ি এসে গঙ্গায় পড়লেন। তা'র পর গঙ্গার সঙ্গে মিশে গঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে সমুদ্রে পড়লেন।

যমুনা নদীর ওপর দিল্লী আগ্‌রা মথুরা বৃন্দাবন প্রয়াগ অর্থাৎ এলাহাবাদ এই কয়টা বড় সহর আছে। গড়বাল রাজ্যের মধ্যে হিমালয় পর্ব্বতের যমুনোত্তরী শৃঙ্গের কাছ থেকে যমুনা বেরিয়েছে। যমুনা ৮৬০ মাইল লম্বা।

গোদাবরী।

সে কালে গৌতম ব'লে একজন মুনি ছিলেন। আজকাল যে দেশটাকে মাদ্রাজ বলে সেই দেশে ব্রহ্ম-গিরি নামে একটা পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ের কাছে গৌতম মুনির আশ্রম ছিল। গৌতম মুনি ও তাঁর বউ অহল্যা সেইখানে থাকতেন। এই সময় একবার বার বচ্ছর ধ'রে মোটেই বৃষ্টি হ'ল না। ধান গম ফল মূল কিছুই জন্মাল না। দেশে চারিদিকে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হ'ল। লোকে না খেতে পেয়ে ম'রে যেতে লাগল। তখন আর যত মুনি ঋষি ছিলেন তাঁরা সবাই জুটে পুটে গৌতম ঋষির কাছে এসে বললেন, "ঋষি মশায় যদি দয়া ক'রে আমাদের খেতে দিয়ে রাখেন তবেই আমরা বাঁচি, নইলে এবার না খেয়ে নিশ্চয় ম'রে যাব।" গৌতম মুনি বড় সদাশয় ছিলেন। তিনি বললেন, "তোমাদের কোন ভাবনা নেই, আমার বাড়ীতে স্বচ্ছন্দে থাক, আমি তোমাদের সবাইকে খেতে দেব।"

গোদাবরী

গৌতম মুনির তপস্যার এমনি জোর ছিল যে তিনি সকাল বেলা জমিতে চাষ দিয়ে ধান ছড়িয়ে দিতেন, একটু পরেই সেই ধানের গাছ বেরুত। আবার তা'র খানিকটা পরেই ঐ ধানের গাছ বড় হ'য়ে ধান হ'ত। সেই ধান একটু পরেই পেকে উঠত, তা'র পর সেই ধান কেটে তা' থেকে চা'ল ক'রে সন্ধ্যার আগেই ভাত রান্না হ'ত, সেই ভাত সব মুনিরা খেতেন।

বার বচ্ছর পরে আবার বৃষ্টি হ'ল। পৃথিবীতে সব জায়গায় খুব ধান চা'ল হ'ল। দেশে আর দুর্ভিক্ষ থাকল না।

কৈলাস পর্ব্বতে মহাদেবের বাড়ী। সেখানে মহাদেব, তাঁর দুই বউ দুর্গা আর গঙ্গা, আর তাঁদের কার্ত্তিক ও গণেশ ব'লে দুটি ছেলে থাকেন। পৃথিবীতে যখন বৃষ্টি হ'ল, সেই সময় এক দিন মহাদেবের দুই বউ দুর্গা আর গঙ্গাতে ঝগড়া হ'ল। দুর্গা দুঃখ ক'রে শিবকে বললেন, "মহাদেব! আমি হ'লাম তোমার বড় বউ, আর গঙ্গা হ'ল তোমার ছোট বউ; আমি কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী সরস্বতীর মা; আমাকে তো তোমার বেশী আদর করা উচিত। তা' না ক'রে

কিনা তুমি গঙ্গাকে বেশী আদর কর। আমাকে তুমি বাঁয়ে বসিয়ে রাখ, আর গঙ্গাকে কিনা একেবারে মাথায় ক'রে রেখেছ। তোমার এ অত্যন্ত অন্যায়, তুমি এখনই গঙ্গাকে মাথা থেকে নামিয়ে দাও।" শিব সে কথা শুনেও যেন শুনতে পেলেন না। দুর্গার কথার জবাবই দিলেন না।

মহাদেবের এই রকম অগ্রাহ্যের ভাব দেখে' দুর্গার মনে ভারি দুঃখ আর রাগ হ'ল। তিনি গিয়ে কার্ত্তিক গণেশকে মনের দুঃখ জানিয়ে বললেন, "বাবা, তোমরা আমার উপযুক্ত ছেলে; তোমাদের আমার এই অপমানের একটা প্রতিকার করতেই হ'বে।" তাঁরা শুনে' বল্লেন, "আচ্ছা মা, তোমার কোন ভাবনা নেই। আমরা গঙ্গাকে বাবার মাথা থেকে নামাবার শীগ্‌গির একট উপায় করছি।"

তা'র পর কার্ত্তিক গণেশ দুই ভাই গৌতম মুনির আশ্রমের কাছে গেলেন। সেখানে গিয়ে গণেশ কার্ত্তিককে বললেন, 'তুমি এখানে দাঁড়াও।' তাঁকে সেই খানে দাঁড় করিয়ে রেখে গণেশ নিজে বুড়ো বামুন সেজে আশ্রমে গিয়ে সেখানে যে সব মুনি ছিলেন তাঁদের বললেন, "ঋষি মশায়রা, আপনা-

দের চিরকাল কি পরের ভাত খেয়ে পরের বাড়ী থাকা উচিত? এখন তো দেশে খুব ধান চা'ল হয়েছে, এখন আপনারা আর গৌতম মুনির অন্ন ধ্বংস করেন কেন? এখন আপনারা সকলে নিজের নিজের বাড়ী গেলেই তো পারেন।" বুড়ো বামুনের এই কথা শুনে' সব মুনিরা বললেন, "তাই তো বটে, কথাটা তো ঠিক। চল আমরা সবাই এখন নিজের নিজের বাড়ী ফিরে যাই।" এই ঠিক ক'রে তাঁরা গিয়ে গৌতমকে বললেন, "ঋষি মশায়, আপনি আমাদের অনেক কাল খেতে দিয়েছেন, কিন্তু এখন দেশে খুব ধান চা'ল হ'য়েছে, এখন আমরা বাড়ী যাব ঠিক করেছি। তাই আপনাকে বলতে এসেছি।" মুনিদের এই কথা শুনে' গৌতম বললেন, "সে কি কথা? তোমাদের যখন বিপদ্ হয়েছিল তখন তোমরা আমার কাছে ছিলে, আর এখন তোমাদের সময় ভাল হ'য়েছে ব'লে তোমরা আমাকে ছেড়ে চ'লে যেতে চাও, এ কি ভাল হয়?" মুনিরা গৌতম মুনির এই কথার আর কোন জবাব দিতে পারলেন না, আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললেন, 'আচ্ছা তবে আমরা যাব না, আপনার কাছেই থাকব।'

গণেশ সেই খানে দাঁড়িয়ে এই সব কথা শুন-ছিলেন। তিনি তখন গিয়ে কার্ত্তিককে বললেন, "ঠিক হয়েছে। এখন তুমি এক কায কর। একটা গরু হ'য়ে গৌতম মুনির আশ্রমে গিয়ে তাঁর ধান সব খেতে আরম্ভ কর। তুমি সব ধান খেয়ে ফেলছ দেখে' গৌতম মুনি যেই তোমাকে তাড়া দেবেন অমনি তুমি মরার মত হ'য়ে শু'য়ে পড়বে।" দেবতারা যে মূর্ত্তি ইচ্ছা ধরতে পারেন। কাযেই কার্ত্তিকের গরু হ'তে দেরি হ'ল না। তখন ঐ গরুটা গিয়ে গৌতমের ধান খেয়ে ফেলতে লাগল। এই দেখে' গৌতম মুনি গরুটাকে যেমন তাড়া দিলেন অমনি গরুটা ম'রে মাটীতে প'ড়ে গেল। আর মুনিরা আশ্রমে গোহত্যা হ'য়েছে দেখে' বললেন, "যেখানে গোহত্যা হয়, সে জায়গা অত্যন্ত পাপের জায়গা। আমরা এমন পাপের জায়গায় আর কিছুতেই থাকতে পারি না। চল আমরা গৌতম ঋষিকে ব'লে এখনই নিজের নিজের বাড়ী চ'লে যাই।" এই ব'লে সবাই গিয়ে গৌতমকে বললেন, "আপনি গরু মেরে ফেলেছেন, আমরা আপনার বাড়ীতে আর থাকতে পারি নে। আমরা বাড়ী চললাম।" গৌতম

তাঁদের এই কথা শুনে' আগেকার মত এ বারও অনেক ক'রে তাঁদের সকলকে থাকতে অনুরোধ করলেন। গৌতম ঋষির অনুরোধ শুনে' মুনিরা বললেন, "আপনি যদি, ভগীরথ যেমন গঙ্গা এনে সগর রাজার ছেলেদের উদ্ধার করেছিলেন, সেই রকম ক'রে গঙ্গা এনে গরুটাকে বাঁচাতে পারেন তবেই আমরা আপনার বাড়ীতে থাকতে পারি, নইলে নয়।" গৌতম বললেন, "আচ্ছা আমি তাই করব। আমি যতদিন পর্য্যন্ত ফিরে না আসি, ততদিন তোমরা আমার বাড়ী ঘর আশ্রম সব দেখো ও আমার আশ্রমে থেকো।" এই ব'লে তিনি ব্রহ্মগিরি থেকে চ'লে গেলেন।

গৌতম মুনি ত্র্যম্বক পাহাড়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি অনেক দিন ধ'রে শিবদুর্গার আর গঙ্গার তপস্যা করলেন। শিবদুর্গা গৌতম মুনির তপস্যায় এত সন্তুষ্ট হ'লেন যে তাঁরা সশরীরে ত্র্যম্বক পাহাড়ে এসে গৌতমকে দেখা দিলেন। গৌতমের সামনে এসে মহাদেব তাঁকে বললেন, "গৌতম, আমি তোমার তপস্যায় প্রসন্ন হ'য়েছি, এখন বল তুমি কি বর চাও।"

মহাদেবের এই কথা শুনে' গৌতম বললেন, "ঠাকুর আপনি দয়া ক'রে আপনার মাথার জটার মধ্যে যে গঙ্গা আছেন সেই গঙ্গা আমাকে দিন, আমি তাঁকে নিয়ে গিয়ে আমার আশ্রমে যে গরুটা মরেছে তা'কে বাঁচাব।" মহাদেব বললেন, "আচ্ছা বেশ, তুমি গঙ্গাকে নিয়ে যাও।" তা'র পর মহাদেব গৌতমকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'গৌতম তোমার আর কিছু চাই কি?" তখন গৌতম বললেন, "না, আমার আর কিছু চাই না। তবে আপনি কৃপা ক'রে এই বর দিন যে গঙ্গা নদী হ'য়ে ব্রহ্মগিরিতে গিয়ে গরুটাকে বাঁচিয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশে যান, আর ঐ নদীর আমার নামে নাম হোক।" মহাদেব বললেন, "তথাস্তু, আজ থেকে গঙ্গা গিয়ে যে নূতন নদী হ'বেন তা'র নাম হ'বে গৌতমী গঙ্গা কিম্বা গোদাবরী। এই গোদাবরীর জলে নাইলে খুব পুণ্য হ'বে আর আমি এই নদীর দু'ধারেই সব জায়গায় থাকব।"

মহাদেব এই কথা ব'লে গঙ্গাকে মাথা থেকে নামিয়ে দিয়ে দুর্গাকে নিয়ে কৈলাসে ফিরে' গেলেন। এদিকে গৌতম মুনি গঙ্গাকে নিয়ে ত্র্যম্বক পাহাড় থেকে ব্রহ্মগিরিতে এসে সেই মরা

গরুটাকে বাঁচালেন। তা'র পর কার্ত্তিক গণেশ কৈলাস পাহাড়ে চ'লে গেলেন। গঙ্গা গোদাবরী নদী হ'য়ে ব্রহ্মগিরিতে এসে তিন ধারা হ'লেন। প্রথম ধারা গরুটাকে বাঁচিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। আর এক ধারা ব্রহ্মগিরি পাহাড়টা ফুটো ক'রে পাতালে চ'লে গেল। আর এক ধারা বিয়দ্-গঙ্গা নাম্ নিয়ে আকাশে চ'লে গেল।

গোদাবরী নদী কি ক'রে হয়েছিল তা'র আর এক রকম কথা আছে, সেটাও তোমাদের বলছি।

এক থাকে ব্রাহ্মণ আর এক থাকে ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণী খুব সুন্দরী ছিল। অনেক দিন বাড়ী থেকে থেকে ব্রাহ্মণীর একবার তীর্থ করতে যাবার ভারি ইচ্ছা হ'ল। সে বামুনকে বললে, 'আমি তীর্থ করতে যাব।' বামুন শুনে' বললে, "আমার হাতে এখন অনেক কায, আমি এখন তোমাকে নিয়ে যেতে পারব না।" বামনীর তীর্থে যাবার ভারি ঝোঁক হয়েছে, বামুনের কথা শুনে' সে মহা চ'টে গেল। সে রেগে বললে, "নিজের কোন খানে যাবার ইচ্ছে হ'লে তখন আর হাতে কোন কায থাকে না। তখন

সাত পৃথিবী এক ক'রে বেড়াবার সময় হয়, আর আমার বেলায় সময় নেই। আচ্ছা আমায় তুমি নিয়ে না যাও আমি একাই যাব।" ব্রাহ্মণ অনেক ক'রে বারণ করলে। ব্রাহ্মণী কিছুতেই তা'র কথা শুনলে না, একাই চ'লে গেল।

কিছু দূর যাওয়ার পর একটা বদমায়েস লোকের সঙ্গে তা'র দেখা হ'ল। ব্রাহ্মণী খুব সুন্দরী দেখে' সেই বদমায়েসটার তা'কে বিয়ে করবার ইচ্ছা হ'ল। সে ব্রাহ্মণীকে এসে বললে, "তোমাকে আমার বিয়ে করতে ভারি ইচ্ছে হ'য়েছে। আমি তোমায় বিয়ে করব।" তা'র কথা শুনে' বামনী বললে, "সে কি হয়? আমার যে অনেক দিন বিয়ে হয়েছে। আবার বিয়ে কিসের?" বদমায়েস লোকটা তখন বললে, "তোমার ওসব ওজর আপত্তি আমি শুনতে চাই নে," এই ব'লে তা'কে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করলে। বামনীর তীর্থ যাওয়া ঘুরে গেল, একলা বাড়ী থেকে আসা যে কত দূর অন্যায় হয়েছে তা' সে এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলে। কি করবে কোন উপায় তো আর নেই।

কিছুদিন পরে বামনীর একটী ছেলে হ'ল।

বামনীকে তখন সেই বদমায়েসটা তাড়িয়ে দিলে। বামনী কাঁদতে কাঁদতে দেশে ফিরল। ছেলেটীকে সেইখানে ফেলে' রেখে যাবে ভাবলে, কিন্তু তা'র কাঁচা সোণার মত রঙ আর রাজপুত্তুরের মত চেহারা দেখে' বড় মায়া করলে, কিছুতেই ফেলে' যেতে পারলে না। ছেলেটীকে নিয়েই বামুনের বাড়ীতে ফিরে এল। তা'কে ফিরে আসতে দেখে' বামুন জিজ্ঞাসা করলে, "বামনী, এ ছেলে কা'র? তুই এ-কে কোথায় পেলি?" তখন বামনী কাঁদতে কাঁদতে যা' যা' হয়েছিল সব বললে। ব্রাহ্মণ সব শুনে' বামনীকে দূর ক'রে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে।

এখন আর বামনীর এমন কোন জায়গা থাকল না যে সেখানে যায়। সে এক পাহাড়ের ধারে বনে গিয়ে খুব তপস্যা করতে আরম্ভ করলে। বহু কাল তপস্যার পর তা'র সব পাপ কেটে গেল, আর ভগবান্ তা'র ওপর সন্তুষ্ট হ'য়ে তা'কে নদী ক'রে দিলেন। ঐ নদীর নাম হ'ল গোদাবরী অর্থাৎ ঐ নদীতে যে নাইবে তা'র সব পাপ কেটে যাবে, সে স্বর্গে যেতে পারবে।

গোদাবরী নদী ৯০০ মাইল লম্বা। লোকে বলে যে নাসিক জেলার ত্র্যম্বক-গাঁয়ের পিছনের একটা পাহাড় থেকে এই নদী বেরিয়েছে। গোদাবরীর পশ্চিম পাড়ে রাজমহেন্দ্রবরমের সামনে কবুর নামে একখানি ছোট গাঁ আছে। লোকে বলে যে ঐ গাঁয়ে গৌতম মুনির ক্ষেত ছিল। এখনও সেখানে নদীতে ভাটা পড়লে নদীর মাটীর ওপর গরুর ক্ষুরের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। তোমরা যদি কেউ কখন ওদিকে যাও, তা' হলে ওটা দেখে' এস। আর কবুরের কাছে ব্রহ্মগিরি নামে একটা পাহাড়ও সত্যি সত্যি আছে। তোমরা যদি কেউ কখন মাদ্রাজে যাও তা' হ'লে গোদাবরী নদী পার হ'য়ে যাবে। ঐ নদীর ওপর রেলের পুল আছে। গোদাবরী নদীর ওপর কোরিঙ্গ বন্দর নর্শপুর ভদ্রাচলম্ আর রাজমহেন্দ্রী এই ক'টা জায়গা আছে।

সরস্বতী

সরস্বতী।

লক্ষ্মী সরস্বতী আর গঙ্গা এঁরা তিন জনেই নারায়ণের বউ। তিনি তিন জনকেই সমান ভাল বাসতেন, কা'কেও কোন বিষয়ে একটুও কম বেশী করতেন না। কিন্তু সতীন হ'লেই ঝগড়া হ'বে একেবারে জানা কথা। লক্ষ্মী খুব শান্ত শিষ্ট, ঝগড়া বিবাদে তিনি বড় থাকতেন না। গঙ্গা মাঝামাঝি রকমের লোক, কারো সঙ্গে গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করতে যেতেন না বটে, কিন্তু কেউ ঝগড়া করতে এলে তখন তা'কে আর ছাড়তেন না। সরস্বতীকে তোমরা সবাই চেন, তিনি হ'লেন বিদ্যের দেবতা, কথার দেবতা, তাঁর মুখের খুব জোর, কথায় তাঁকে পেরে ওঠা শক্ত। কাউকেই তিনি ছেড়ে কথা বলতেন না; কাযেই তিনি ঝগড়া করবার একটি ওস্তাদ।

নারায়ণ একদিন ব'সে আছেন, এমন সময় লক্ষ্মী সরস্বতী আর গঙ্গা তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হ'লেন।

নারায়ণের কি দুর্বুদ্ধি হ'ল তিনি সেদিন প্রথমে গঙ্গার সঙ্গে হেসে কথা বললেন। আর যাবে কোথায়? সরস্বতী একেবারে রেগে আগুন হ'য়ে উঠে' নারায়ণকে বললেন, "ঢের ঢের লোক দেখেছি, কিন্তু তোমার মতন অমন একচোখো লোক কখন দেখিনি। আমরা কি তোমার কেউ নই? তুমি গঙ্গার সঙ্গেই হেসে কথা কও, ওকেই ভালবাস। এর মানে কি? তোমার তো তিন বউকেই সমান দেখা উচিত, তুমি বড় খারাপ লোক।" নারায়ণ এই কথা শুনে' ভারি বিরক্ত হ'লেন, তিনি ভাবলেন, "ভালরে ভাল। আমি তো কিছুই করিনি, অনর্থক কিনা আমাকে এত অপমান!" যাই হোক তিনি কোন কথা না ব'লে ভদ্রলোকের মতন সেখান থেকে উঠে' আস্তে আস্তে বাইরে চ'লে গেলেন।

নারায়ণ বাইরে চ'লে গেলেন দেখে' সরস্বতীর রাগ আরও বেড়ে গেল। তিনি ভাবলেন গঙ্গারই এই সমস্ত বদমায়েসি। এদিকে নারায়ণ চ'লে যাওয়াতে গঙ্গার এবার সুবিধা হ'ল, তিনি নারায়ণের সামনে ঝগড়া ক'রবেন না এই ভেবে এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলেন। এখন তিনি কোমর বেঁধে ঝগড়া

করতে লেগে গেলেন। তিনি বললেন, "বলি ও সরস্বতী, তোর এত আস্পর্দ্ধা কিসের? তুই ভেবেছিস কি? তুই কি মনে করেছিস কর্ত্তা তোকে সবার চেয়ে বেশী ভাল বাসে, তাই তোর এত অহঙ্কার? ছুতোয় নাতায় কেবল আমাকে অপমান করা! আজ আর তোর নিস্তার নেই, আজ আমি তোকে বিলক্ষণ শিক্ষা দেব, দেখি তোর ভালবাসার স্বামী তোকে কি ক'রে রক্ষা করে?" এই না ব'লে গঙ্গা দু'চোখ রক্তবর্ণ ক'রে সরস্বতীর চুলের মুটি ধ'রে তাঁকে দু'চার ঘা দেবার উপক্রম করলেন। লক্ষ্মী ভাল মানুষ। তিনি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে এই সব ব্যাপার দেখছিলেন। তিনি শেষকালে মুখোমুখি থেকে হাতাহাতি হয় দেখে' তাড়াতাড়ি গিয়ে গঙ্গাকে ধরলেন, বললেন, "দিদি থাম, কর কি?"

লক্ষ্মী এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলেন,সরস্বতীর হ'য়ে এতক্ষণ কোন কথাই বলেন নি। এতে লক্ষ্মীর ওপরে সরস্বতীর ভয়ানক রাগ হ'য়ে গেল। তিনি বললেন, "লক্ষ্মী, তুমি এখন যে বড় মধ্যস্থতা করতে এলে? এতক্ষণ কি বাগ্‌রোধ হয়েছিল? গঙ্গা যে আমাকে এত অপমান ক'রলে তখন তো মুখ দিয়ে

একটা কথাও বেরুল না। হাওয়া না থাকলে গাছ যেমন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, আর স্রোত না থাকলে নদী যেমন স্থির হ'য়ে থাকে, এই ঝগড়ার সময় তুমি তেমনি হ'য়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলে দেখলাম। আচ্ছা তোমায় এর উপযুক্ত শাস্তিই আমি দিচ্ছি।" এই ব'লে সরস্বতী লক্ষ্মীকে শাপ দিলেন, 'লক্ষ্মী, তুমি গাছ আর নদী হও।' এই শাপ দেওয়া শুনে' লক্ষ্মীর মনে খুব কষ্ট হ'ল; তবুও তিনি কাউকে কিছু না ব'লে তেমনি গঙ্গাকে জড়িয়ে ধ'রেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

লক্ষ্মীকে সরস্বতী বিনা দোষে এই রকম শাপ দিলেন দেখে' গঙ্গা আর থাকতে পারলেন না। তিনি সরস্বতীকে বললেন, "দুর্ম্মুখি, ও ভাল মানুষের ওপর লাগতে গেলে কেন? আমার সঙ্গে এস, লোকে বুঝুক তোমারই বা কত ক্ষমতা আর আমারই বা কত ক্ষমতা।" এই না ব'লে তিনি সরস্বতীকে শাপ দিলেন যে "তুই যেমন লক্ষ্মীকে নদী হও ব'লে শাপ দিলি, আমিও তেমনি তোকে শাপ দিচ্ছি যে তুইও পৃথিবীতে গিয়ে নদী হ'; পাপীরা সব এসে তোর জলে নাইবে, তাদের পাপ ধুয়ে

ধুয়ে এসে তোর গায়ে লাগবে, তুইও তাদের পাপের ভাগী হ'বি।" সরস্বতী শুনে' বললেন, "আমি গিয়ে পৃথিবীতে নদী হ'ব আর তুমি স্বর্গে একলা ঘরের ঘরণী হ'য়ে কর্ত্তাটির কাছে থাকবে? সেটি হচ্ছে না। আমিও শাপ দিচ্ছি যে তুমিও পৃথিবীতে গিয়ে নদী হও, আর পাপীদের পাপের ভাগ আমার মতন তুমিও নাও।"

শাপ টাপ দিয়ে তিন জনে চুপ চাপ রয়েছেন এমন সময় নারায়ণ ফিরে' এলেন। এসে সব শুনে' বললেন, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! বেশ হয়েছে! এখন সব মরগে যাও। কোন লোকের যদি তিন বউ তিন খান বাড়ী তিন জন চাকর বা তিন জন বন্ধু থাকে তবে তা'র কখনও ভাল হয় না। আমার তিন বউ বিয়ে করা অন্যায় হয়েছিল। আমি তিন জনকে আর রাখব না। তোমাদের মধ্যে দেখছি লক্ষ্মীই ভাল মানুষ, ওই আমার কাছে থাক্। গঙ্গা তুমি আমার কাছ থেকে যাও, কৈলাসে গিয়ে মহাদেবের বউ হওগে। আর সরস্বতী তুমি ব্রহ্ম-লোকে গিয়ে ব্রহ্মার বউ হওগে।"

নারায়ণের এই কথা শুনে' সরস্বতীর আর গঙ্গার

জ্ঞান হ'ল। এখন তাঁরা বুঝলেন যে ব্যাপার বড় সহজ নয়, তাঁদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তখন তাঁরা তিন জনে জড়াজড়ি ক'রে ধ'রে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলেন। সরস্বতী আর গঙ্গা নারায়ণকে বললেন যে "তোমার কাছ থেকে আমাদের তাড়িয়ে দিলে আমরা নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করব।" লক্ষ্মী গিয়ে নারায়ণের কাছে কেঁদে পড়লেন। তিনি বললেন, "প্রভু, এ রকম ঝগড়া তো সতীনে সতীনে হ'য়েই থাকে, তা'তে যদি স্বয়ং নারায়ণ পর্য্যন্ত অবুঝ হন, তা হ'লে সৃষ্টি থাকে কি ক'রে? যাই হোক এখন তোমাকে এর একটা প্রতিকার করতেই হ'বে, নইলে চিরদিনের জন্যে তোমার নামে কলঙ্ক থাকবে।"

নারায়ণ তখন ভেবে দেখলেন যে কথা গুলো অনেকটা সত্যি বটে। তিনি তখন বললেন, "দেখ, যা' হ'য়ে গেছে তা'র আর কোন উপায় নেই। তোমাদের শাপের ফলও ফ'লবে। আর আমি যা' বলেছি তাও হ'বে। তবে এই মাত্র ব্যবস্থা আমি করলাম। লক্ষ্মী, তুমি নিজে আমার কাছেই থাক, কিন্তু তোমার এক অংশ পৃথিবীতে গিয়ে তুলসী গাছ

হোক, আর তোমার আর একটা নাম যখন পদ্মা তখন তোমার আর এক অংশ গিয়ে পদ্মা নদী হোক। তা'র পর কলির পাঁচ হাজার বচ্ছর পরে তোমার শাপ কেটে যা'বে। তখন তুমি আবার আমার কাছে সব অংশ নিয়ে ফিরে আসবে। আর গঙ্গা, তুমি এক অংশে মহাদেবের কাছে যাও, সেখান থেকে ভগীরথ এসে নদী ক'রে তোমাকে পৃথিবীতে নিয়ে যা'বে। আর তুমি নিজে আমার কাছেই থাক। পৃথিবী যখন নষ্ট হ'য়ে যাবে সেই সময় তোমার শাপ কেটে যাবে। তখন তুমি সব অংশে আমার কাছে ফিরে আসবে। আর সরস্বতী, তুমি নিজে আমার কাছেই থাক। কিন্তু তোমার এক অংশে তুমি ব্রহ্মার কাছে যাও, আর এক অংশে গিয়ে পৃথিবীতে নদী হও। কলির শেষে যখন পৃথিবী নষ্ট হ'য়ে যা'বে তুমিও তখন আমার কাছে সব অংশে ফিরে আসবে।" সরস্বতী এই রকমে গঙ্গার শাপে পৃথিবীতে এসে নদী হয়েছেন।

তোমরা সবাই পড়াশুনা কর, শ্রীপঞ্চমীর দিন সরস্বতী-পূজাও বোধ হয় কর। মা সরস্বতীকে এই ব'লে অঞ্জলি দিতে হয়।—

ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ॥

বেদে এক সরস্বতী নদীর কথা আছে। ইহা পঞ্জাবে সিরপুর রাজ্যের একটা ছোট পাহাড় থেকে বেরিয়ে আম্বালার কাছে জধবদরী নামে একটা খুব বড় জলা জায়গা দিয়ে গিয়ে থানেশ্বর ও কুরুক্ষেত্র হ'য়ে কর্ণাল জেলা আর পাতিয়ালা রাজ্যে ঢুকেছে। শেষে শির্ষা জেলায় কাগার (দৃষদ্বতী) নদীতে মিশে' গিয়েছে। সেকালে সরস্বতী নদী একদিকে সিন্ধুতে আর একদিকে প্রয়াগে (এলাহাবাদে) গঙ্গায় এসে মিশেছিল। তখন সরস্বতী খুব বড় নদী ছিল, এখন শুকিয়ে ছোট্ট হ'য়ে গিয়েছে। এখন আর সিন্ধুতে, কি এলাহাবাদে গঙ্গাতে, এসে মেশার কোন চিহ্নই নেই। প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী মিশেছে ব'লে প্রয়াগকে ত্রিবেণী-সঙ্গম বলে। ইহা ছাড়া রাজপুতানায় একটা ও বাঙ্গালা দেশে হুগলি জেলায় আর একটা সরস্বতী নদী আছে।

নর্ম্মদা।

পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য্যি, তারা, আর যেখানে যা' কিছু আছে, সে সবই মহাদেব অনেকবার নষ্ট ক'রে ফেলেন ও তা'র পর নূতন ক'রে আবার সব সৃষ্টি করেন। এ নষ্ট হ'য়ে যাওয়াকে মহাপ্রলয় বলে।

একবার মহাদেব আর দুর্গাতে ছুটোছুটি খেলা আরম্ভ করলেন। তাঁদের পদভরে পৃথিবী নষ্ট হ'য়ে গিয়ে এক প্রকাণ্ড সমুদ্র তৈরি হ'ল। খেলার পরিশ্রমে দু'জনে খুব ঘেমে উঠলেন। দুর্গার ঘাম জ'মে একটী মেয়ে হ'ল, আর মহাদেবের ঘাম জ'মেও একটী পরম-সুন্দরী মেয়ে হ'ল।

নিজের সেই মেয়েটীকে দেখে' মহাদেব দুর্গাকে বললেন, 'একটা মজা করা যাক'। এই ব'লে তিনি তাঁর সেই সুন্দরী মেয়েটীকে এনে স্বর্গের যত দেবতা, দৈত্য, দানব ছিল, তাঁদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তাঁরা মেয়েটীকে দেখে' সবাই বললেন, 'আমি মেয়েটীকে বিয়ে ক'রব।' তাঁদের কথা শুনে' মহাদেব বললেন, 'তোমরা সবাই একটী

মেয়েকে কি ক'রে বিয়ে ক'রবে! তোমাদের মধ্যে যে ঐ মেয়েটীকে দৌড়ে ধরতে পারবে, আমি তা'রই সঙ্গে ওর বিয়ে দেব।'

এই কথা শুনে' সব্বাই মেয়েটীকে ধ'রবার জন্যে ছুটলেন। মেয়েটী শিবের গা থেকে হয়েছে, তা'কে ধরে কা'র সাধ্যি? তাঁরা যেমনি তা'কে ধরতে গেলেন অমনি দেখলেন মেয়েটী এক যোজন দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁরাও ফের ছুটলেন। মেয়েটীও স'রে যেতে লাগল, এক যোজন, দু' যোজন, তিন যোজন, ক্রমে মেয়েটী শেষে এক শ যোজন দূরে গিয়ে দাঁড়াল। তখন দেবতা দানবেরা প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করলেন, তাঁরা ভাবলেন এবার ধ'রবই ধ'রব। যেমনি তাঁরা ধ'রব ধ'রব হয়েছেন অমনি মেয়েটী একটু জোরে চলল, আর চক্ষের নিমিষে এক হাজার যোজন দূরে গিয়ে পোঁছুল। তখন দেবতা দানবেরা ভ্যাবা চ্যাকা খেয়ে গিয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। তাঁরা যেদিকে তাকান মেয়েটীকে সেইদিকেই দেখতে পান। তখন তাঁরা মেয়েটীকে ধ'রবার জন্যে পাগলের মত চারিদিকে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে

লাগলেন। কিন্তু বহু ক্ষণ এই রকম ছুটোছুটি ক'রেও, মেয়েটীকে তাঁরা কেউই ধরতে পারলেন না। তাঁরা সব ছুটোছুটি ক'রে হাঁপিয়ে, কেশে, কেঁদে, ক্লান্ত হ'য়ে পড়লেন। তাঁদের অবস্থা দেখে' দুর্গা আর শিব হো হো ক'রে হাসতে লাগলেন। তখন মেয়েটী এক ছুটে আবার শিবের কাছে ফিরে এল। দেবতা দানবেরাও হেরে গিয়ে মহাদেবের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

মহাদেব তখন মেয়েটীকে বললেন, "তুমি একাই এদের সব হারিয়ে দিয়েছ এতে আমি তোমার ওপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তাই তোমায় বর দিচ্ছি যে আমি যেমন পৃথিবী নষ্ট হ'লেও মরিনে, তেমনি পৃথিবী যতবারই নষ্ট হোক না কেন, তুমিও কখন মরবে না। সাপুড়েরা যেমন সাপ খেলায় তুমিও তেমনি এদের নিয়ে সাপ খেলান গোছের খেলালে, আর আমি যে কখন হাসিনে, তোমার ব্যাপার দেখে' আমিও হেসে খুন হ'লাম, এই দুই কারণে তোমার নাম রাখলাম 'নর্ম্মদা'।" (সংস্কৃত 'নর্ম্ম' কথার মানে খেলা আর হাসা।)

তা'র পর আবার যখন পৃথিবী নষ্ট ক'রে ফেল-

বার সময় হ'ল, তখন মহাদেব ভয়ানক বড় বড় বারোটা সূয্যি হ'য়ে পৃথিবীকে পুড়িয়ে ফেললেন : তা'র পর কাল-মেঘ হ'য়ে খুব বৃষ্টি ক'রে দিয়ে পৃথিবীটাকে একটা মস্ত সমুদ্র ক'রে ফেললেন। দু' একজন মুনি ছাড়া মানুষ, পশু, পাখী, নদী, পাহাড়, চাঁদ, সূয্যি, তারা, কিছুই থাকল না। সেই সমুদ্রে মহাদেব খুব চমৎকার একটী ময়ূরের রূপ ধ'রে সাঁতার দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। নর্ম্মদাও সেই সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় তাঁর সঙ্গে মহাদেবের দেখা হ'ল। মহাদেব নর্ম্মদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হাঁগা, তুমি কে? আর সব্বাই ম'রে গেল, তুমি বেঁচে রয়েছ কি ক'রে?" তখন নর্ম্মদা বললেন, "মহাদেব, আপনি এর আগের বার যখন পৃথিবী নষ্ট করেন, তখন আপনার ঘাম থেকেই আমি হয়েছিলাম। আমার নাম আপনি 'নর্ম্মদা' রেখেছিলেন। আর আমাকে আপনি অমর ক'রে দিয়েছিলেন, আমি সেইজন্যে মরিনি। আপনি এখন আবার পৃথিবী সৃষ্টি করুন।"

মহাদেব তখন পৃথিবী, চাঁদ, সূয্যি, তারা, আর মানুষ, পশু, পাখী, পাহাড়, নদী, এই সব পৃথিবীর

জিনিশ তৈরি করলেন। যেখানে নর্ম্মদা সাঁতার দিচ্ছিলেন সেইখানে চিত্রকূট পাহাড় হ'ল। মহাদেব তখন নর্ম্মদাকে বললেন, "আমি গঙ্গাকে উত্তর দিকে পাঠা'লাম, তুমি চিত্রকূট পাহাড় থেকে নদী হ'য়ে বেরিয়ে দক্ষিণ দেশ দিয়ে গিয়ে সমুদ্রে মেশ। তোমার জলে নাইলে এত পুণ্য হ'বে যে লোকে তোমাকে দক্ষিণ-গঙ্গা বলবে।" সেই দিন থেকে নর্ম্মদা পৃথিবীতে এসে নদী হ'লেন।

নর্ম্মদা, রেবা রাজ্যের মধ্যে অমর-কণ্টক ব'লে একটা পাহাড় আছে, সেই পাহাড় থেকে বেরিয়েছে। নর্ম্মদা ৮০০ মাইল লম্বা। নর্ম্মদা অনেক জায়গায় উঁচু পাহাড় থেকে হঠাৎ একেবারে নীচুতে পড়েছে। জব্বলপুরের সাড়ে চার ক্রোশ দূরে একটা মার্বেল পাথরের পাহাড় থেকে নর্ম্মদা হঠাৎ এই রকম নীচে পড়েছে। নর্ম্মদা এই রকম ক'রে সমুদ্রে গিয়েছে ব'লে ঐ নদীতে নৌকা চলাচল করতে পারে না। নর্ম্মদার ওপর হোসাঙ্গাবাদ, মণ্ডলেশ্বর ও ব্রোচ এই ক'টা বড় জায়গা আছে।

সিংহ।

তোমরা দুর্গা ঠাকরুণ নিশ্চয় দেখেছ। দুর্গা ঠাকরুণের বাহন হচ্ছে একটা সিংহ, তাও অবিশ্যি তোমরা জান। মা-দুর্গা বছরে কেবল একবার আশ্বিন কি কার্ত্তিক মাসে পূজা নিতে পৃথিবীতে আসেন। আর অন্য সব সময়েই কৈলাসে থাকেন। কৈলাস হিমালয় পর্ব্বতের ওপর। কৈলাস হচ্ছে শিবের দেশ, দেবতার জায়গা ; সেখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা বেশ সুখেই থাকেন, কারো কোন ভাবনা থাকে না। সেখানে কেউ কাউকে মারে ধরে না, মাছ মাংস খাবার লোভে জীবহত্যা করে না, এক্ জন্তু আর এক জন্তুকে খেয়ে ফেলে না। সে ভারি চমৎকার জায়গা। সেখানে সিংহেতে গরুতে বাঘে ছাগলে হাতীতে সাপেতে সব একসঙ্গে খেলা ক'রে বেড়ায়।

মা-দুর্গার বাহন সিংহ মা-দুর্গার সঙ্গে পৃথিবীতে এসে দেখলে যে সেখানকার সিংহরা খুব মাংস খায়। ছাগল হরিণ ভেড়া মানুষ যা' পায় তা'রই ঘাড় মটকে খেয়ে ফেলে। মা-দুর্গার সিংহ পূজার সময় পৃথিবীতে
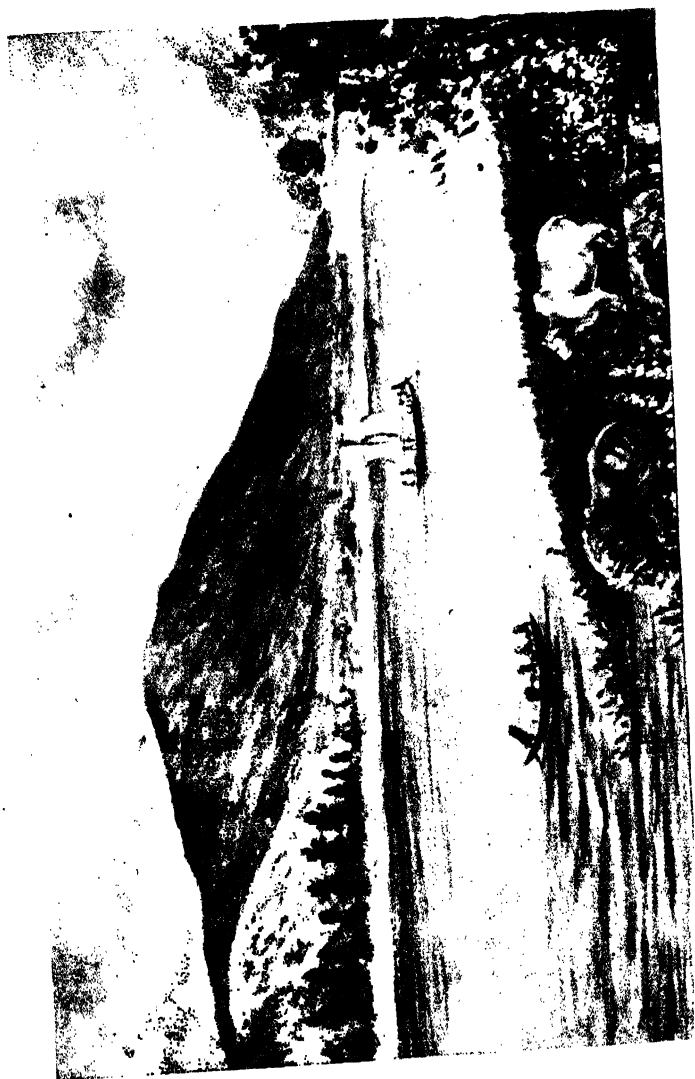
এসে একটু আধটু পাঁঠার মাংস খেয়ে দেখলে যে মাংস খেতে মন্দ লাগে না। এই সব দেখে' শুনে' মা-দুর্গার সিংহটা কৈলাসে ফিরে এসে যখন ছাড়া পেত, তখন চুপি চুপি গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আজকে একটা ছাগলের কাল একটা ভেড়ার পরশু একটা হরিণের ঘাড় মটকে মটকে খেতে লাগল। কিন্তু এ ব্যাপার আর কতদিন লুকোন থাকবে? ক্রমে সব জন্তুরা জানতে পারলে যে সিংহটা ভয়ানক হ'য়ে উঠেছে। সে যে জন্তুকে সুবিধা পাচ্ছে তা'কেই ধ'রে খেয়ে ফেলছে।

এই খবর চারিদিকে প্রচার হওয়াতে কৈলাসের জন্তুদের মধ্যে একটা মহা হৈ চৈ প'ড়ে গেল। তা'রা সব ভয়ে অস্থির হ'য়ে উঠল। তা'রা ভাবলে, একি এক নূতন কাণ্ড! এক জন্তু আর এক জন্তুর বন্ধুই তো হ'বে, সে আবার আর এক জন্তুকে ধ'রে খাবে কি? কই কৈলাসে এমন কাণ্ড আগে কখন কেউ দেখেওনি, শোনেওনি। তখন তা'রা সবাই মিলে এক জায়গায় যুটল, যুটে' পরামর্শ করতে লাগল কি ক'রে এই ভয়ানক ব্যাপার বন্ধ করা যায়। নইলে কারো

প্রাণ তো থাকে না। অনেক ভেবে চিন্তে তা'রা ঠিক করলে যে সিংহটাকে বললে কিছু হ'বে না, ও রাক্ষসটা কিছুতেই কথা শুনবে না। চল সবাই মিলে মা-দুর্গার কাছে যাই।

এই ঠিক ক'রে সকলে মা-দুর্গার কাছে গিয়ে কেঁদে প'ড়ল। তা'রা তাঁকে বললে, "মা, আমরা সব জন্তুই আপনার ছেলে মেয়ে, আমরা এত দিন পর্য্যন্ত আপনার রাজ্যে বেশ সুখেই ছিলাম ; ভাবনা কি ভয় ডর কা'কে বলে তা' জানতাম না। কিন্তু এখন আর আমাদের সে সুখ নেই, আমরা এক দণ্ডও নিশ্চিন্ত নই ; কোনোখানে বেরুতে পারিনে ; সর্ব্বদাই ভাবি এই বুঝি প্রাণটা যায়।" মা-দুর্গা তাদের কান্না দেখে' আর দুঃখের কথা শুনে' অবাক্ হ'য়ে গেলেন। তিনি তাদের বললেন, "তোমাদের কি হয়েছে বল, আমি তোমাদের সব দুঃখ দূর ক'রব। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আমি থাকতে তোমাদের ভাবনা কি ?" তখন জন্তুরা সব সাহস পেয়ে তাঁকে জানালে যে তাঁর সিংহটা গিয়ে চুপি চুপি জন্তুদের ঘাড় মটকে খেয়ে ফেলছে।

এই কথা শুনে' মা-দুর্গা ভীষণ রেগে উঠলেন,

আর তখনি সিংহকে ডেকে পাঠালেন। সিংহ এসে উপস্থিত হ'লে মা-দুর্গা তা'কে জিজ্ঞাসা করলেন, "হাঁ রে সিংহ, তুই নাকি সব জন্তু ধ'রে ধ'রে খাচ্ছিস ?" কৈলাসের সিংহ, মিথ্যা কথা তো বলবে না, কাযেই স্বীকার করলে যে তা'র খুব ক্ষিদে পায়, আর রক্ত মাংস খেতে বেশ ভাল লাগে, তাই সে তাদের খায়।" মা-দুর্গা সিংহের কথা শুনে' সিংহকে খুব বকলেন, বললেন, "তোকে এখনি কৈলাস থেকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেব।" এই শুনে' সিংহ অনেক কাঁদাকাটা ক'রতে লাগল ; মা-দুর্গার পায়ে মাথা কুটতে লাগল, বললে এমন কায সে আর কখনও করবে না। এবার তা'কে মাপ করা হোক। সিংহটা সত্যি কথা বলেছিল, আর এখন কাঁদাকাটা ক'রছে, আর এমন কায ক'রবে না ব'লছে, এই শুনে' জন্তুরা মা-দুর্গাকে বললে, "আচ্ছা, মা, তবে আপনি এবার ওকে মাপ করুন।" মা-দুর্গা তাদের কথায় রাজি হ'লেন। তিনি সিংহকে বললেন, "আচ্ছা এবার যাও, আর যেন কখনও এমন কথা শুনি নে।" তা'র পর সিংহটা আস্তে আস্তে তা'র নিজের জায়গায়

গেল, আর জন্তুরাও খুসী হ'য়ে যে যার বাড়ী চ'লে গেল।

সিংহ আর মাংস খেতে পায় না। কি খায়, কয়েক দিন উপোস ক'রে থেকে শেষে ক্ষিদে তেষ্ণায় তা'র প্রাণ যায় যায় হ'য়ে উঠল। সে কিছু খাবার জিনিশ না পেয়ে শেষে কৈলাসের নদী নালায় যেখানে যত জল ছিল চোঁ চোঁ ক'রে সব জল খেয়ে ফেললে। কৈলাসে আর জল থাকল না। জল না থাকলে তো আর কেউ বাঁচে না। জন্তু জানোয়ার, মুনি দেবতা সবাই জলের জন্যে ছটফট করতে লাগলেন। সকলের মুখেই এক কথা, 'একটু জল দাও।' জল কি হ'ল জানতে না পেরে, আর জলের তেষ্ণায় অস্থির হ'য়ে শেষকালে তাঁরা মা-দুর্গার কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'য়ে তাঁকে দুঃখের কথা জানালেন। মা-দুর্গা ধ্যানে জানতে পারলেন তাঁর সিংহটাই কৈলাসের সব জল খেয়ে ফেলেছে। তিনি সিংহকে আবার ডেকে পাঠালেন। সিংহ কাঁপতে কাঁপতে এসে দাঁড়া'ল। তিনি সিংহকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সিংহ, তুই সব জল খেয়ে ফেললি কেন?" সিংহ বললে,

"মা, আপনি আমাকে রক্ত মাংস খেতে বারণ করেছেন ; পৃথিবীতে গিয়ে গিয়ে আমার ক্ষিদে তেষ্ণা বেড়ে গেছে, কিন্তু আমি যে কি খা'ব আপনি তা'র তো কোন ব্যবস্থা ক'রে দেন নি। কাযেই আমি ক্ষিদে তেষ্ণায় চোখে দেখতে না পেয়ে শেষে সব জল খেয়ে পেট ভরিয়েছি। আমার কি দোষ, আপনি বিচার করুন।"

মা-দুর্গা শুনে' দেবতা মুনি জন্তু জানোয়ার সকলকেই বললেন, "সিংহ কি বললে তা তো তোমরা সবাই শুনলে। সিংহই সব জল খেয়ে ফেলেছে সত্যি। কিন্তু সিংহ রক্ত মাংস খেতে পা'বে না, যদি জলও খেতে না পায় তা হ'লে ও বেচারাই বা করে কি, বাঁচে কি খেয়ে ? তোমরা তা'র কোন একটা উপায় বল, তা' হ'লে আমি জলের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।" এই শুনে' দেবতারা আর মুনিরা বললেন, "মা, আপনি আপনার সিংহের আহারের জন্যে ভাবছেন কেন ? আপনি তো জানেন যে অসুরদের অত্যাচারে স্বর্গ মর্ত্ত অস্থির হ'য়ে উঠেছে। আপনার যদি পৃথিবী রক্ষে করতে হয় তা' হ'লে ঐ অসুরের দলকে মেরে ফেলতে হ'বে।

কাযেই আপনি যখন অসুরদের মারবেন, আপনার সিংহ তখন ঐ অসুরদের রক্ত মাংস যত ইচ্ছে তত খাবে। তা' হ'লে পৃথিবীও ঠাণ্ডা হ'বে আর আপনার সিংহেরও কোন খাবার ভাবনা থাকবে না।" এ কথায় মা-দুর্গা রাজি হ'লেন, সিংহেরও মহা স্ফূর্ত্তি হ'ল। তা'র পর থেকে মা-দুর্গার সিংহ মহিষাসুর ও আর আর যত অসুরের রক্ত মাংস খেতে লাগল। তোমরা দেখেছ বোধ হয় মা-দুর্গা একটা সিংহ চ'ড়ে একটা অসুরকে মারছেন আর সিংহটা হাঁ ক'রে ঐ অসুরটাকে খেতে যাচ্ছে।

তখন মা-দুর্গা সিংহকে বললেন, "তুমি এইবার যত জল খেয়েছ সব জল বা'র ক'রে দাও।" সিংহ তক্ষুণি তা'র মুখ হাঁ ক'রে, উট যেমন মুখ দিয়ে জল বা'র করে, হাতী যেমন শুঁড় দিয়ে জল বা'র করে, তেমনি ক'রে মুখ দিয়ে জল বা'র ক'রে দিলে। কৈলাসের যত জল ছিল সব সে খেয়ে ফেলেছিল, সেই সব জল এখন সিংহ একবারে মুখ থেকে এক সঙ্গে বা'র ক'রে দেওয়াতে এত জল হ'ল যে কৈলাস ডুবে যাবার যোগাড় হ'ল। জন্তু জানোয়ারেরা, মুনিরা, দেবতারা, সব "ডুবে গেলাম,

ডুবে গেলাম" ব'লে চেঁচাতে লাগলেন। তখন মা-দুর্গা বললেন, "তোমাদের কোন ভয় নেই, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।" এই ব'লে তিনি হুকুম দিলেন যে "এই জল কৈলাস থেকে নদী হ'য়ে বেরিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ুক। ঐ নদী পবিত্র হ'বে আর যে দেশ দিয়ে ঐ নদী যাবে সেই দেশও ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে পবিত্র দেশ হ'বে। আর সিংহের মুখ থেকে বেরিয়েছে ব'লে উহার নাম হ'বে সিন্ধু।" এই রকম ক'রে সিন্ধু হয়েছিল।

সিন্ধু ১৮০০ মাইল লম্বা। ইহা হিমালয় পাহাড়ের ওপরে মানস সরোবরের কাছ থেকে বেরিয়েছে। সিন্ধুর ওপর আটক, কালাবাগ, ডেরা গাজি খাঁ, মিথানকোট, শুক্কুর, সিওয়ান ও হায়দ্রাবাদ এই কয়টা বড় জায়গা আছে। সিন্ধু ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে ব'য়ে যাচ্ছে তা'র এখনকার নাম পঞ্জাব।

কাবেরী।

সে কালে কবের ব'লে একজন মুনি ছিলেন। তিনি বহু কাল ধ'রে ব্রহ্মার আরাধনা করেন। অনেক কাল কঠোর তপস্যা করবার পর ব্রহ্মা তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হ'লেন, হ'য়ে তাঁকে এসে দেখা দিয়ে বললেন, 'কবের, তোমার তপস্যায় আমি প্রসন্ন হয়েছি, তুমি কি বর চাও বল।' কবের মুনি বললেন, 'আমার বড় সাধ যে আমার একটী রাঙা টুকটুকে মেয়ে হয়। আপনি আমাকে একটী মেয়ে দিন।' ব্রহ্মা বললেন, 'বেশ তোমার একটী মেয়ে হ'বে আর মেয়েটী একেবারে রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী হ'বে।'

তা'র পর কবের মুনির একটী মেয়ে হ'ল। মেয়েটী দেখতেও যেমন সুন্দরী, তা'র গুণও তেমনি। কবের তা'র নাম রাখলেন লোপামুদ্রা। মেয়েটি ক্রমে বড় হ'তে লাগল। কবের তখন বুঝলেন যে মেয়েটিকে আর বনে আশ্রমে রাখা ভাল হয় না। তা'র আর পাঁচটি মেয়ের সঙ্গে খেলা ধূলা করা দরকার। তিনি এই রকম ভাবছেন, এমন সময়

কাবেরী

এক দিন বিদর্ভের রাজা মৃগয়া করতে বেরিয়ে কবের মুনির আশ্রমে এলেন। (বিদর্ভ দেশের এখনকার নাম হচ্ছে বেরার।) কবের মুনির ছোট্ট টুকটুকে মেয়েটি এসে মিষ্টি মিষ্টি কথায় রাজার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করলে। তাঁকে পা হাত ধোয়ার জল, বসবার আসন, আর খাবার জন্যে ঘরে যা' ফল মূল ছিল সব এনে দিল। রাজা মেয়েটির কথা বার্ত্তা শুনে' আর তা'র কায কর্ম্ম দেখে' একেবারে মোহিত হ'য়ে গেলেন। তিনি কবেরকে বললেন যে, লোপামুদ্রা যদি তাঁর মেয়ে হ'ত তা' হ'লে তাঁর কত আনন্দই হ'ত। কবের মুনি শুনে' বললেন, "রাজা মশায়, তা' আপনি তা'র জন্যে আক্ষেপ করবেন না, মনে করুন না যে লোপামুদ্রা আপনারই মেয়ে। আপনি ইচ্ছে করলে ওকে আপনার রাজবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখতে পারেন। কেবল মধ্যে মধ্যে ওকে আমার এখানে আনবেন, দুই এক দিন এসে সে আমার কাছে থাকবে।"

কবের মুনির এই কথা শুনে' রাজার খুব আহ্লাদ হ'ল। তিনি লোপামুদ্রাকে বাড়ী নিয়ে গেলেন। লোপামুদ্রা রাজার বাড়ীতে খুব যত্নে থাকতে লাগল।

লোকে জানল যে লোপামুদ্রা বিদর্ভের রাজার মেয়ে। লোপামুদ্রা মধ্যে মধ্যে তাঁর বাবা কবের মুনির আশ্রমে যেতেন ও দু'চার দিন সেখানে থাকতেন। রাজভোগ খেয়ে আর ভাল ভাল কাপড় চোপড় গয়না গাঁটি পরে' লোপামুদ্রাকে ঠিক রাজকন্যার মত দেখাতে লাগল।

এই রকম ক'রে কয়েক বচ্ছর কেটে গেল। লোপামুদ্রা বড় হ'য়ে উঠলেন। তিনি তখন সব বুঝতে সুঝতে পারেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন যে তাঁর রাজার বাড়ীতে থাকায় তাঁর বাবার কি উপকার হচ্ছে? তিনি জানতেন যে তাঁর বাপ অনেক তপস্যা ক'রে তাঁকে ব্রহ্মার কাছ থেকে পেয়েছেন। এখন তাঁর বাবার যা'তে মনে আনন্দ হয় এমন কোন কায তাঁর করা উচিত। মুনি ঋষিরা নিজের সুখের জন্যে বড় কিছু করেন না; পৃথিবীর যা'তে উপকার হয় এমন কাযেই তাঁদের আনন্দ হয়। লোপামুদ্রা তাই ভাবতে লাগলেন যে, তাঁর বাবারও আনন্দ হয় আর পৃথিবীর লোকেরও উপকার হয় এমন কি কায হ'তে পারে? অনেক ভেবে চিন্তে শেষে তিনি ঠিক করলেন. যে নদী হ'লে এই দুই

কাযই হ'তে পারে। তিনি ব্রহ্মার দেওয়া মেয়ে, তিনি যদি নদী হন তা' হ'লে তাঁর জলে নাইলে লোকের খুব পুণ্য হ'বে, তা'দের সব পাপ কেটে যাবে, তা'রা স্বর্গে যেতে পারবে। আর তাঁর বাবারও তাঁর এই কাযে খুব আনন্দ হ'বে। এই ঠিক ক'রে তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে দেখা করতে তাঁর আশ্রমে এলেন।

লোপামুদ্রা যখন তাঁর বাবার সঙ্গে দেখা করতে তাঁর আশ্রমে এলেন, সেই সময় অগস্ত্য মুনিও কবেরের সঙ্গে দেখা করতে কবেরের আশ্রমে এসে-ছিলেন। লোপামুদ্রাকে দেখে' অগস্ত্যের তাঁকে বিয়ে করতে ভারি ইচ্ছে হ'ল। তিনি কবেরকে ও লোপামুদ্রাকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে লোপা-মুদ্রাকে তাঁকে বিয়ে করতে রাজি করলেন। কিন্তু লোপামুদ্রা এক সর্ত্ত করলেন যে, যদি অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে কখন এক দণ্ড ছেড়ে কোথাও যান, তা' হ'লে তিনি অগস্ত্যকে ছেড়ে যেখানে ইচ্ছে চ'লে যা'বেন, অগস্ত্য তা'তে বাধা দিতে বা আপত্তি করতে পারবেন না। অগস্ত্য সেই সর্ত্তেই রাজি হ'লেন। বিদর্ভের রাজা খবর শুনে' আশ্রমে এলেন।

অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে বিয়ে ক'রে নিয়ে তাঁর নিজের আশ্রমে চ'লে গেলেন।

আশ্রমে গিয়ে অগস্ত্য আর লোপামুদ্রা সব সময়েই এক সঙ্গে বেশ মনের সুখে দিন কাটাতে লাগলেন। অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে ছেড়ে এক দণ্ডও আশ্রম থেকে কোথাও যেতেন না। কিন্তু লোপা-মুদ্রা তাঁর বাবা কবের মুনির কথা প্রায়ই ভাবতেন। অনেক দিন এই রকম ক'রে যাওয়ার পর একদিন অগস্ত্য ভুলে' অন্যমনস্ক হ'য়ে লোপামুদ্রাকে আশ্রমে রেখে কনক নদীতে নাইতে গেলেন। লোপামুদ্রা ঘরের কায কর্ম্ম সব সেরে এসে অগস্ত্যকে দেখতে না পেয়ে শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, মুনি কোথায়? শিষ্যরা যেই বললে যে তিনি কনক নদীতে নাইতে গেছেন, অমনি লোপামুদ্রা আশ্রমে অগস্ত্যের যে অগস্ত্যকুণ্ড নামে একটী ছোট কুণ্ড ছিল তা'তে নেমে ডুব দিয়ে একটী চমৎকার নদী হ'য়ে কুণ্ড থেকে বেরিয়ে ব'য়ে চ'লে যেতে লাগলেন। শিষ্যরা তো এই ব্যাপার দেখে' অস্থির হ'য়ে উঠল। দু' একজন ছুটে' মুনিকে খবর দিতে গেল। অন্যেরা গিয়ে নদীকে আটকা'ল ও বললে, "আমরা আপ-

নাকে কিছুতেই যেতে দেব না।" লোপামুদ্রা শিষ্যদের ঠেলে' যেতে না পেরে মাটির মধ্যে ঢুকে গেলেন।

এই খবর পেয়ে অগস্ত্য হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলেন। এদিকে লোপামুদ্রা নদী হ'য়ে মাটির তলা দিয়ে খানিকটা গিয়ে ভাগন্দক্ষেত্র ব'লে একটা জায়গায় এসে আবার মাটির ওপরে উঠলেন ও সেখান থেকে বলম্বুরীর দিকে ব'য়ে যেতে লাগলেন। অগস্ত্য এসে তাঁর কি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে দেখে' হতভম্ব হ'য়ে গিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে নদীর পেছনে পেছনে ছুটলেন। নদীর কাছে এসে তিনি খুব কাকুতি মিনতি ক'রে বললেন, "লোপামুদ্রা, তুমি এবারটি আমায় মাপ কর, আমি দোষ করেছি বটে, কিন্তু সেটা বেশী কিছু দোষ নয়। কেন না আমি তোমাকে একলা রেখে দূরে কোথাও তো যাই নি। আশ্রমের কাছেই নদী, সেই নদীতে নাইতে গিয়েছিলাম মাত্র। ও নদীতে নাইতে যাওয়াও যা' আর আশ্রমে থাকাও তা', একই কথা। আর তাও আমি ইচ্ছে ক'রে তোমায় একা রেখে যাইনি, ভুলে' অন্যমনস্ক হ'য়ে চ'লে গিয়েছিলাম! তুমি তো জান যে আমি এমন কায আর কখনও করি নি। এবারটি মাপ কর, এর পর যদি এমন

দোষ আর কখন হয়, তা' হ'লে তখন তোমার যা' ইচ্ছে হয় তাই ক'রো।"

এই রকম ক'রে অনেক খোসামোদ বরামোদ কান্নাকাটি হাবড়হাটি করার পর লোপামুদ্রা আর অগস্ত্যকে ছেড়ে যেতে পারলেন না। তিনি উভয়-সঙ্কটে পড়লেন। একদিকে স্বামীর মনে কষ্ট দেওয়ারও ইচ্ছে নয়, অন্যদিকে তেমনি আবার বাপের যা'তে আনন্দ হয় এমন কাযও করা চাই। আর কোন উপায় না দেখে' শেষে তিনি নিজেকে দুই ভাগে ভাগ ক'রে ফেললেন। এক ভাগে আবার লোপামুদ্রা মেয়েমানুষ হ'য়ে অগস্ত্যের সঙ্গে আশ্রমে ফিরে এলেন, আর বাকি অর্দ্ধেক ভাগে নদী হ'য়ে দক্ষিণ দেশ দিয়ে ব'য়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়লেন। কবের মুনির মেয়ে নদী হ'লেন ব'লে এই নদীর নাম হ'ল কাবেরী। আর তিনি ব্রহ্মার দেওয়া মেয়ে ব'লে তাঁর এতই মাহাত্ম্য হ'ল যে ঐ নদীতে নাইলে লোকে মরার পর স্বর্গে যেতে পারে।

কাবেরী নদী কি ক'রে হয়েছিল তা'র আর এক রকম কথা আছে, সেটাও তোমাদের বলছি।

তোমরা গঙ্গার কথায় যে জহ্নুমুনির নাম শুনেছ, সেই জহ্নুমুনি সুহোত্র রাজার ছেলে, কাঞ্চনপ্রভ রাজার নাতি। জহ্নু কঠোর তপস্যা ক'রে ঋষি হ'লেন। তিনি এক দিকে রাজার ছেলে, অন্য দিকে মুনি। এই জন্যে তাঁর উপাধি রাজর্ষি। তাঁর গুণ দেখে' গঙ্গার তাঁকে বিয়ে করবার ভারি ইচ্ছে হ'ল। কিন্তু জহ্নু গঙ্গাকে বিয়ে করতে কিছুতেই রাজি হ'লেন না। তিনি সর্ব্বমেধ নামে এক খুব বড় যজ্ঞ করবেন ব'লে অনেক জিনিশ পত্র যোগাড় ক'রে নিয়ে বসেছেন, এমন সময় গঙ্গা এসে রাগের চোটে তাঁর যজ্ঞের সেই সব জিনিশ পত্র ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। এই দেখে' জহ্নু বললেন, "গঙ্গা, তোমার দেখছি ভারি অহঙ্কার হয়েছে, দাঁড়াও, তোমার অহঙ্কার আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি।" এই ব'লে তিনি গঙ্গাকে এক চুমুকে খেয়ে ফেললেন। গঙ্গাকে জহ্নু খেয়ে ফেললেন দেখে' অন্য মুনিরা তাঁর হাতে পায়ে ধ'রে গঙ্গাকে জহ্নুর পেট থেকে বা'র ক'রে নিলেন। জহ্নুর

পেট থেকে বেরুলেন ব'লে গঙ্গার আর এক নাম হ'ল জাহ্নবী।

গঙ্গার জহ্নুকে বিয়ে করার সাধ মিটল না। তাঁর ঝোঁক কিন্তু থাকল যে পাকে প্রকারে জহ্নুকে বিয়ে করতেই হ'বে। দেবতারা এ কথা বুঝলেন। গঙ্গা তো আর বড় যে সে ঠাকুর নন; তিনি যা' ইচ্ছে করবেন তা' হ'তেই হ'বে। এই জন্যে ভগবান্ পাকে চক্রে গঙ্গার জহ্নুর সঙ্গে বিয়ে হ'বার একটা উপায় ক'রে দিলেন।

মান্ধাতার নাম তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। লোকে কথায় বলে "মান্ধাতার আমল"। মান্ধাতা রাজা ছিলেন। তাঁর বাবার নাম ছিল যুবনাশ্ব। যুবনাশ্ব দেবতাদের চক্রান্তে গঙ্গাকে শাপ দিলেন যে গঙ্গাকে তাঁর মেয়ে হ'য়ে জন্মাতে হ'বে। কাযেই যুবনাশ্বের শাপে গঙ্গাকে মানুষ হ'তে হ'ল। তিনি নিজের অর্দ্ধেক অংশ দিয়ে যুবনাশ্বের মেয়ে হ'য়ে জন্মালেন। তাঁর নাম হ'ল কাবেরী। জহ্নু যুবনাশ্বের মেয়ে কাবেরীকে বিয়ে করলেন। এতে গঙ্গা আর জহ্নু দু'জনেরই জেদ বজায় থাকল। আবার গঙ্গা আর এক অংশে কাবেরী নদী হ'লেন। গঙ্গা আপনার

অর্দ্ধেক অংশ দিয়ে কাবেরী নদী হ'লেন ব'লে কাবেরীর আর একটি নাম অর্দ্ধগঙ্গা।

কাবেরী কুরগ রাজ্যের মধ্যে পশ্চিম ঘাটের ব্রহ্মগিরি থেকে বেরিয়ে মহীশূর রাজ্য দিয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। কাবেরী ৪০২ মাইল লম্বা। কাবেরীর মধ্যে শিবসমুদ্র শ্রীরঙ্গপত্তন আর শ্রীরঙ্গম্ এই তিনটি দ্বীপ আছে। শিবসমুদ্রের পাশে কাবেরী ১৫০ হাত উঁচু থেকে নীচে পড়েছে। ঐ জায়গা দেখতে অতি চমৎকার। শিবসমুদ্র থেকে কাবেরীর ওপারে যা'বার হিন্দুরাজাদের তৈরি দুটো পুরাণ পাথরের পুল আছে। কার্ত্তিক মাসে কাবেরীর স্নানের মেলা হ'য়ে থাকে। সেতুবন্ধ রামেশ্বর যেতে হ'লে কাবেরী নদী পার হ'য়ে যেতে হয়, এর ওপর রেলের পুল আছে।

গঙ্গা ও যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী,
নর্ম্মদা, কাবেরী, সিন্ধু, এই সাত নদী।
স্নানে, পানে, নাম-গানে, মাহাত্ম্য-কথনে,
জন্মকথা-পাঠে, পুণ্য লভে সর্ব্বজনে।

সমাপ্ত